সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হ'রে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিমান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ১১৫৩

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলাধূলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি।
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥ ১১৫৪

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা। *
আগম নিগম শিবের বচন, মান্ কি না মানবি সেটা।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছকর মণি কোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা।

* এই গীত ও কমলাকান্তের "কালী সব ঘুচালি লেঠা" গীতটী প্রায় একই রকমের।

যে জন তোমায় ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা,
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা।
ভূতলে আনিয়ে মা গো, কর্‌লে আমায় লোহা পিটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।
চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,ইহার কর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা॥ ১১৫৫

রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর কর্‌লে দুখের ডিক্রীজারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্‌মা কিসে সামাই করি,
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।
নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি,
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্থি * তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিশে তাঁর আশয় ভারি,
করে আসনসন্ধি, সওয়ালবন্দী, যে রূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারী॥ ১১৫৬

রামপ্রসাদ সেন।

---

* রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ।

[বারাণসী দর্শনে রচিত।]

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য, কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথি বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত করুণা আসি,
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী॥ ১১৫৭

রামপ্রসাদ সেন।

ঝংলা—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি।
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে বসে আছি॥ ১১৫৮

ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥

সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবা নিশি॥ ১১৫৯

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব কল্লে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশমাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা।
দীন রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ১১৬০

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বল।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥
সুরাপান করি নেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।

যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিদ্ধে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥ ১১৬১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী স্বর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ও রে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটী।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী,
ও মা যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি গো পাষাণের-বেটী॥ ১১৬২

রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত গানের উত্তর।

প্রসাদী স্বর—একতালা।

এই সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেমি ধন, মনের কররে পরিপাটি।
ও হে মন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ও রে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।

জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ॥
১১৬৩ অচ্যুত গোস্বামী।

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

ভুবন ভুলালেরে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল যেন দামিনী।
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গেরে।
মায়ের শিরে শিশু-শশী ষোড়শী রূপসী, শশীমুখি কাশীবাসিনী।
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছেরে, নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাসিছেরে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভবজননী ॥ ১১৬৪
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (কোচবিহার)।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

মন কালী কালী বল।
গত হল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,

কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল ॥ ১১৬৫

কালিদাস সরকার।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী ;—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি ॥ ১১৬৬

দাশরথী রায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়!
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা;
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়।
নীলাম্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
হরিনামামৃত পানে সদা, নগনা মগনা সদাশিব মোহিনী
সনাতনী, অষ্ট সখীতে কিবে ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাহিছে, মাদল বাজিছে, ধাকেট তাক্ ধুম কেটে
তাক্ ধা, তেরে কেটে ধা তেরে কেটে ধা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায় ॥ ১১৬৭

রূপচাঁদ পক্ষী।

ঝংলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে)
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥ ১১৬৮
মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর)।

পুরবি—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণবে পাবে সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযূষ পানে॥ ১১৬৯
ঐ

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারাণসী তায়।

অনন্ত রূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পায়।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥ ১১৭০

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর)।

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,
যখন বিমাতা আমায় কোলে লবে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা;
ও মা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা॥ ১১৭১

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমি কি আটাসে ছেলে?
আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
আমি শিবের দলিল সৈমোহর, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করব নালিশ বাপের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে।

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে, আমায় যখন করবি কোলে ॥

১১৭২ রামপ্রসাদ সেন।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল।
কি সকাল কি বিকাল,
সেত নাহি মানে কালাকাল;
কালদণ্ডে নিয়ে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল ॥
জননী জঠরে ছিলেম যতকাল,
আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কাটাব কাল,
প্রতিবাদী হলো তাহে রিপু কাল,
অজ্ঞানে বিফলে গেল বাল্যকাল।
গেল যুবাকাল যুবতী সঙ্গে,
কাল কাটালেম্ রস রঙ্গে,
জড়ায়ে পীড়াতে গেল বৃদ্ধকাল ॥ ১১৭৩

দাশরথী রায়।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কালী-কল্পতরু-মূলে মন পাখী করবে বাসা।
ঘুচিবে ভব পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আসা ॥
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পুরে প্রত্যাশা।
এখন উপায় কর, কালী পদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥ ১১৭৪

কালীদাস সরকার।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
সবাই এমনি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে॥ ১১৭৫

নবকিশোর মদক।

টোরী—আড়া।

মৃগরাজোপরে কেরে বিহরে।
বামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে॥
নবীনা হেমবরণী, ত্রিগুণ-তারিণী ত্রিনয়নী,
কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নখরে॥ ১১৭৬

কালীদাস ভট্টাচার্য্য।

বেহাগ—একতালা।

কেরে বামা বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়।
বামা টলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥

কেরে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥ ১১৭৭

— ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (কবিবর)।

[যবন শাক্তের গান।]

ভৈরবী—মধ্যমান।

যারে শমন এবার ফিরি।
এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
যদি কর জোর জবরি, সাম্‌নে আছে জজ কাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মূর্জা হুসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥ ১১৭৮

— মূর্জা হুসেন আলী।

সকলই করিতে পার কালী (গো মা)।
কালী কং করালী মুণ্ডমালী ॥
কখন রত্ন সিংহাসন, কখন পাঠাও বন,
কখন বনে বনে বনমালী।
শমন শঙ্কট ভয়, (নিবারিতে)
তোমা বই আর কেহ নয়।
তার সাক্ষী মূর্জা হুসেন আলী ॥ ১১৭৯

মূর্জা হুসেন আলী।

খাম্বা—ভৈরবী।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তায়, (ও মা দয়াময়ী তায়)
আমায় কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়॥
জনম ভিখারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
একূলে ওকূলে তোমার দাতা কেহ নয়॥
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে,
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়॥ ১১৮০

সৈয়দ জাফর (দরাব আলী খাঁ)।

কালেংড়া—জলদ তেতালা।

শঙ্করী করুণা কর কিঙ্করে কেন বঞ্চনা।
কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জনাকী-জীবন, পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, ক'রে কাত্যায়ণী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচাথে ব্রজ ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম যন্ত্রণা॥ ১১৮১

জগন্নাথপ্রসাদ বসু।

খাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি! তার ভবরাণি, এ ভব যন্ত্রণা আর সহে না।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন, কি জানি কখন, রহে না রহে॥

জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার গো-শৃঙ্গে সরিষে,
পর্ব্বতে যেমন পতিত জীবন,
এ মা তেমতি জীবন রসিকের দেহে ॥ ১১৮২

—— রসিকচন্দ্র রায়।

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত ॥
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধ হাত ॥ ১১৮৩

—— আশুতোষ দেব।

গুর্জ্জরী—তেওতা।

কাল ভয়বারিণী, কপালিনী কালরূপিণী, কাল কামিনী।
শম্ভুভামিনী, শুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী সুরবন্দিনী।
স্মর-হর-মন-মোহ-কারিণী ; সত্যবাদিনী এ ॥
তত্ত্বদায়িনী ত্রাসনাসিনী, ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী,
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেব জননী, এলোকেশী তেজরূপিণী।
অন্নদায়িনী অমরপালিনী, অসুরদলনী আদিকারিণী,
আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী এ ॥ ১১৮৪

—— আশুতোষ দেব।

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা করুণা কুরুমে করুণা।
করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না ॥

যাত্রা কল্লেম দুর্গা বলে, শুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না ;
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
এ মা সিংহলে সিংহবাসিনী. ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,
নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা ;—
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বই আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, শত্রু যেন হাসে না॥ ১১৮৫

কিশোরীমোহন শর্ম্মা।

খাম্বাজ—একতালা।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা॥ ১১৮৬

হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (কোচবিহার)।

গারা ভৈরবী—যৎ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামাচরণ বিনয়ে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
শুনেছিরে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে. সকল পাপ ঘুচে।
পুন মুনি লিখেন বেদে. সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে।

সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংশ রাজা বধে জীবন,
মায়ারূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভুভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হ'য়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥ ১১৮৭

কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় (নবদ্বীপ)।

নেংটা মায়ের এত আদর, জটে বেটা তো বাড়'লে।
নহিলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা ব'লে ॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে বেটা তাঁর গুরু,
আপনি বেটা বুঝ্‌লে নাকো, রইল শ্যামার চরণতলে ॥ ১১৮৮

কুমার নরচন্দ্র রায়।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা ব'লে, কেন ডাকা তবে।
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে ॥ ১১৮৯ ঐ

ভৈরবী—ঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব।
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।

জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিব যোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাননে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার *, ক্ষমা দে হরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শিবশক্তি আরাধনে॥ ১১৯০

দেওয়ান মহাশয়।

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি।
তবে কেন মত ভেদ হও গো জননি॥
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী॥

---

* দেওয়ান নন্দকুমার দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যত দিন দেওয়ান নন্দকুমার জীবিত ছিলেন, ততকাল পর্য্যন্ত দেওয়ান রঘুনাথ রায় যে সকল গীত রচনা করেন, তাহাতে নন্দকুমারের নামে "ভণিতা" দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর "অকিঞ্চন" ভণিতা দিয়া গান রচনা করেন। "দেওয়ান মহাশয়" বলিলে রঘুনাথ রায় বুঝায়।

সর্ব্ব স্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচি করা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্মসারা, দুলালের বাণি ॥ ১১৯১

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী (মুন্সী)।

মুলতান—যৎ।

ও গো শিবে, অশিব নাশিবে কবে পতিতে বিষম দায়।
দারা সুত ধন জন সকলি অনিত্য, নিত্যমাত্র চরণ তব,
ভব সদা হৃদে ধ্যায় ॥
মাগো জন্ম নিয়ে ভুবনে কুকর্ম্মে রত সদায়,
সুকর্ম্মে বিরতি মতি, রতি নাহি তব পায়,
পতিত পাবনী নাম ধর, দীন নিস্তার,
দীন নিস্তারিণী গো মা দিনে দিনে দিন যায় ॥ ১১৯২

ভুবনচন্দ্র রায়।

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর না।
সহে না সহেনা আর সহেনা যাতনা ॥
দুঃখে দুঃখে হলেম সারা, আর কত দুঃখ দিবে তারা,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে বারেক হের না ॥ ১১৯৩ ঐ

দেশমল্লার—আড়া।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কর আশা?
তত্ত্বজ্ঞান পরিহরি মদমত্তে আছ ঠেসা,
মায়া মোহ এ সংসার, স্ত্রীপুত্র পরিবার,
(তবু) সসব্যস্ত জন্মে তার, হয়ে একি দুর্দ্দশা।

মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুন্তল,
তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা ॥ ১১৯৪

ভুবনচন্দ্র রায়।

মোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

নিস্তার তারিণী তারা ভবেরি বন্ধন।
স্নেহ-মেঘে অন্ধকার হেরি সর্ব্বক্ষণ ॥
মায়া-বিন্দু বরিষণে, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণে,
কৃতান্তের পরশনে, কুন্তীর যেমন।
বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,
যেন পাই অবশেষে, ও রাঙ্গাচরণ ॥ ১১৯৫

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ মেয়ে সমরে এলো কে, হবে ত্রিলোক পালিকে।
মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা,
মুনির মনোলোভা, নবীন বালিকে ॥
মরি হায় কি রূপসী, বয়সে ষোড়শী;
বিগলিত কেশী মন্দ মন্দ ভাসি;
তাহে অট্টহাসি, প্রকাশিত শশী,
করে ধরে অসি অসুর বিনাশিকে ॥
মায়ের চরণ কমলে কত মধুকরে।
গুন্ গুন্ স্বরে মধুপান করে;
বলে রামকুমার দেখরে শ্যামারে,
নাচে ভবোপরে ভব আরাধিকে ॥ ১১৯৬

রামকুমার পত্রনবিশ।

বাহার—যৎ।

মহারাজ! কে কাল কামিনী সমরে,
শবোপরে, না দেখি এমন কাল,
শোণিতাক্ত অঙ্গ কাল, যেন কাদম্বিনী কাল,
তড়িত ঘেরে॥ (মায়ের)
রক্তাবৃত পদকর, রক্তাবৃত কলেবর,
রক্তোত্থিত মুণ্ডমালিকে, মা;
নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে। (মায়ের)
প্রচণ্ড কৃপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে,
করে খণ্ড অসুর নরে, মা;
গ্রাসে গজ-রথীদল, গ্রাসে রথীমহাবল,
ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে॥ (মায়ের)
নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা,
তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা;
হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে॥ (মায়ের) ১১৯৭

হলধর চক্রবর্ত্তী।

মল্লার—কাওয়ালী।

করালবদনী, কালী কপালিনী
কালীকে করুনা করিতে, কেন কৃপণতা কর সুতে।
জগত-জননী জগদীশ্বরী যা কর,
যতেক জীবের জীবন রূপে বিহরে

অখিল ভুবনে যত চরাচর সুরনর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে।
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী
অশরণ জনের শরণ পরমেশ্বর মোহিনী,
হেম ভূধর দুহিতে।
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়।
ঈষৎ তব মায়ায় শচীপতি হয় ধায়,
দশশত বদন প্রণত যার পায়,
কি ভয় তোমার দ্বিজ রামশঙ্করে হেরিতে ॥ ১১৯৮

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

ভৈরবী—ঠেকা।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাখি (গো মা)।
অকৃতি অধম দেখে, অন্তিমে দিও না ফাঁকি ॥
তাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান।
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন বলে ডাকি ॥ ১১৯৯ অজ্ঞাত।

ঝংলা—একতালা।

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হয় যে আমার।
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে, কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার।
যেখানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি।
ও তুই যা চাবি তাই খেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার ॥ ১২০০

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বাউলে, বৈরাগ্য ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত।

মনোরসাই—লোভা।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি,
ধর্‌তে গেলাম, আর পেলাম না॥
বহু দিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসে'ছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হ'বে দেখা শুনা।
তা'রে আমার আমার মনে করি,
আমার হ'য়ে আর হইল না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হইয়ে,
মরমে জ্বল্‌ছে আগুণ আর নিবে না।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তা'র প্রাণ বাঁচে না।
পথিক কয় ভেব না রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
বিরলে ব'সে কর যোগ-সাধনা।
এক বার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ,
ছে'ড়ে যে'তে আর দিও না॥ ১২০১

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ও রে মন পাখী চাতুরী কর্‌বে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়্‌বে না কি এক বার॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বার বার।

তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়তে হ'বে,
সব চালাকি ঘুচে যা'বে,
অন্ন জল বিনে যখন কর্‌বে দুঃখে হাহাকার ॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে, দেখ্‌বে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে,
তাড়াইলেও নাহি যা'বে,
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর ॥ ১২০২

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ভৈরবী—একতালা।

গুরু যে ধন, ও দিয়াছে তো'রে, চিন্‌লে না তা'রে।
ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখ্‌লে নারে (ও মন),
কত রত্ন আছে থরে থরে ॥
মাল ভরা তোর সিন্ধুকেতে, চিন্‌লে না মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
এক বার খুঁজ্‌লে পরে মিল্‌বে চাবি,
যদি ডুব্‌তে পার রূপ সাগরে ॥
সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পা'বে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা ;
সে মানুষ উল্‌ট কলে সদাই চলে,
সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে ॥ ১২০৩

অজ্ঞাত।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।

কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে, এক প্যা'ড়ে দুই থাম দিয়াছে ॥

সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,

আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি ফু বাতাসে।

ঘরের মাঝে খুপরি আছে,

তা'র খোপে খোপে মানুষ আছে;

তা'র কেহ না যায় কা'রো কাছে,

যা'র যা'র ভাবে সে সে আছে ॥ ১২০৪ অজ্ঞাত।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাক্‌লে না রে।

চেয়ে দেখ্ রে মন শমন এসে ঘের্‌লো তো'রে।

গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয়;

যে জন তাঁ'র জন্য মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,

দয়াল তা'রে দয়া করে।

গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয়;

যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,

তেম্‌নি-প্রায় হ'লে গৌর তা'রে দয়া করে ॥ ১২০৫

ঐ

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় তা'ই সুধাই।

ও রে কি কিনিলে, কি বেচিলে,

হিসাব তা'র কি আছে রে নাই ॥

ও রে কি আলসে আছ রে বসে, করিয়াছ কি কামাই।

ও রে চিটার দরে চিনি বেচে,
কি লাভ হইল জান্তে রে চাই।
ও তো'র আসল গেল, দেনা হইল,
ঠেক্‌লে রে কি বিষম দায়।
ও তুই কিবা জবাব্ মহাজনকে দিবি,
তার কি ভাবনা রে নাই ॥ ১২০৬ অজ্ঞাত।

বাউলে সুর।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা,
তোমায় হঠাৎ লোক দেখ্‌লে ভাব্‌বে খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন,
বিক্রি হ'চ্ছে মহাজনের ঘরে;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হ'য়ে জহরী, কাঁটা দাঁড়ির
ফের বোঝ না, কেমন ব্যাপারী;
তুমি চোখে দেখে আপন খোযে নিতেছ অচল পয়সা।
সবিল হ'চ্ছে তোমার নাও,
চেয়ে দেখ মন-ব্যাপারী মূলে ঘেঁটে যাও;
যখন হিসাব দিবে বুঝ্‌বে তখন খা'বে কত নাক-ঘষা ॥
১২০৭ ঐ

বাউলে সুর।

দেখ্ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে।
কেমন্ আজব্ সলি আজব নলী, আজব গড়ন গড়ে রে ॥

(ও মন) জল থাকে রে নিম্ন ভূমে, কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে ;
(দেখ) সেই দু'জনে (রে মন) নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে ॥
(দেখ) ভাতের বরাত ঘাটে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে পীরিত গুণে কত বেগার খাটে রে ॥
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে ॥
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল,
মেঘ বিনা কে জানে রে,
ও রে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন্ জহুরা মান রে ॥ ১২০৮
কালীনারায়ণ গুপ্ত।

বাউলে সুর।

এতদিন কা'র বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবি'ছি তা'ই।
এ দেহ পতন হ'বে, দেহের মালিক চলে যা'বে, উপায় কি হবে।
একে একে চলে যা'বে দেহের পঞ্চ ভাই !
ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া,
ডুব্‌লো রে ভরা।
এ দেহ পতন হ'লে পুড়ে কর্‌বে ছাই (যত বন্ধুগণে।)
এসেছিলাম ভবের হাটে,
গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কা'র মুটে ;
ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই ॥ ১২০৯ অজ্ঞাত।

যা'র গুরুপদে ঠিক আছে মন,
তা'র সুখের ভাবনা কি? ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে সদা থাকে নিরানন্দের জানে কি।
করে না অন্য যোগ, হয় না তা'র অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হ'য়ে, সামান্য রোগ দেয় বাঁকি।
করে সে অনুরাগ, তুলিয়ে বনের শাক,
অলবণে পাক করে খায়, তা'ই হয় ভাল তা'র মুখে।
দেখ রাগ ক'রে শাক খেয়ে ফকির রূপসনাতন হ'ল কি।
যা'র আছে মনে ঠিক, শ্রীচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বলে মনকে বলে তোদের ধিক।
নারাণে দিনকাণা, তা'তে ঠিক মিলে না,
তার ঠিকের ঘরে হোগল বোগল পান্তাভাতে ঢালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হ'বে কি? ১২১০

অজ্ঞাত।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে।
ও রে ও ভাই, ও রে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে॥
চল কিনারা ঘেঁসে, হা'ল ধর রে কসে,
দেখ যেন উল্‌টো স্রোতে যায় না কো ভেসে;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী,
আর থেক না অলস হ'য়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরিনাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম;
যখন ভক্তি-জোয়ার আস্‌বে বেগে,
তখন সহজে যা'বে ল'য়ে।

শুন শুন ও রে মন, কু-সঙ্গে করো না ভ্রমণ,
ভরাডুবি করে তা'রা, কর্‌বে পলায়ন,
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট হৃদয়ে ॥ ১২১১
অজ্ঞাত।

তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে গৌর, গৌর, নিতাই।
তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে।
তোমরা যা'রে তা'রে নাকি দাও কোল,
কোল দিয়ে বল হরিবোল।
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমি ত ভজনে খাট, তুমি ত দয়াল বট ॥ ১২১২
ঐ

সিন্ধকাফি—ঠুংরি।

গৌর পা'ব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে ॥
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা, কেহ বলে আল্লা খোদা,
ইহাতে নাইকো বাধা, যার যেই মনে।
কেউ বলে মানি না মক্কা, পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা,
ইহাতে বড়ই বাঁকা, কতই কুমন্ত্রণা জানে।
কেউ বলে গয়া যা'ব, শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব, এই বাসনা মনে।
গুরুপদে নাইকো মতি, কথা শুনে না সে এ দুর্ম্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি, বেড়ায় তীর্থপর্য্যটনে ॥ ১২১৩ ঐ

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার।
ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার॥
আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হ'বে, সব ফুরা'বে, তখন দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন রে আমার মন,
পেয়েছিস্‌ ভাল অয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে,
পা'বে অনুযোগ আর তিরস্কার॥ ১২১৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

বুঝবে কে পাগলের খেলা।
পাগলে করচে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা॥
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সঙ্কীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ।
নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগল রে,
পাগল রে তা'র সঙ্গের চেলা॥
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না,
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা॥

তা'রা স্বর্ণ-শয্যা ত্যাজ্য করে রে, ভূমে শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
কেউ করে দু'নো ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে।
গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা ॥ ১২১৫

অজ্ঞাত।

পায় ধরে বলি তোমায়।
হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বৃথা যায় ॥
যখন যমে বাঁধ্‌বে রে কসে, তখন কর্‌বি কি উপায়।
(বাদী মন রে আমার) হায় হতাশে প্রাণ রে যা'বে,
তখন বল্‌বি হায় রে হায়।
কু-চিন্তা কু-ভাবনা রে ভেবে, বসে র'লি কা'র আশায়।
(পাষাণ মন রে আমার।)
একবার দু'আঁখি মুদিয়া রে দেখ, তা'তে কেমন দেখা যায়
ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায়।
(অজ্ঞান মন রে আমার।)
ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
এখন তা তো'র মনে নাই ॥ ১২১৬ ঐ

শুধু ঘটে পটে কাঠে জটে ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তা'তে কিছু নাই ॥
কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাঁড়া, কেউ ধরে ঝুলি, তা'য় না মেলে তা'ই,—
ফলিতার্থ না জানিলে, ফল হ'বে না ফলে ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে, ছাই মাখিলে হ'বে ছাই।

কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি,
কা'র কা'র ফেরে বুদ্ধি, দেখিবারে পাই ;—
ঘটে কিছু না থাকিলে, ছোটে না চড় চাপড় কিলে,
কথায় লোকে বলে, মূলে সুধা হলেও ক্ষুধা চাই ॥ ১২১৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বাউলে সুর।

ও যা'র হ'বার হয় তা'র প্রেম উথলে দূর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ ব'লে নয়ন-জলে ভাসে,
হরিনামের হ ব'লে নয়ন-জলে ভাসে।
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল চৌর,
মাতাইল গৌর, সেই বয়সে ;—
ও রে বেলা গেল বাদনায় আগুণ দে, তা'ই শুনে,
লালা আমার আর রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন, চেতে নাক মন,
সদাই অচেতন, মোহ-বশে ;—
আমার হ'য়েছে রে প্রাণ, অশান পাষাণ,
ভেজে না সহস্র উপদেশে ॥ ১২১৮ ঐ

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই দেহ রেল-রোডের কল।
ভব-পথে করছে চলাচল ॥
কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এম্নি কৌশল।
উদর বয়লারেতে জমছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল।

আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্‌ছে তাহা অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল॥
সম্মুখেতে লণ্ঠন তা'র চক্ষু দুটী সমুজ্জল।
ঐ যে শ্বাস পানে, হচ্চে কলের, ঘুৎঘুতানি অবিরল॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল॥
লকমটিভ্ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল॥
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্ দুই, ড্রাইভার তা'র মন প্রবল।
যাহার সদ্‌গুণে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশান কেবল॥ ১২১৯

অজ্ঞাত।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ, কি হইল রে।
কি হইল, কি হইল, কি হইল রে॥
আট কোটরী দশম দশা, আঠার মোকামে।
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,
পা'ব কি সন্ধানে রে রূপ কি হইল রে॥
ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে যমুনা, মধ্যে ত্রিবেণীলহরী।
ধেয়ানে বসিয়া দেখ, অনঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে॥
ভুবন ভরি গৌর বলে, মিলামিলি করে।
বিজুলি-চটকে রূপ হের দু'নয়নে রে, রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বলে, ফাঁড়ি থানায় ঘুরে।
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে,
অমূল্য ধন মিলে রে, রূপ কি হইল রে॥ ১২২০ ঐ

মনমাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর ॥
নায়ের মাঝি ষোলজন, তা'রা কেহ নয় আপন,
ছয় জনাতে ঠেকা বায়, গুণ টানে দশজন।
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হা'ল কাঁটা ফিরাইয়া ধর ॥
নায়ের বা'ন ছুটিল, নায়ের আকন মরিল,
পাপপুঞ্জে ভরা ভরি ভারি হইল।
আলেক মাঝি ডাক দিয়া বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর ॥ ১২২১

অজ্ঞাত।

ফকিরী করবি পারবি রে মন।
ছেড়ে সব খুটীনাটি ময়লা মাটি, খাঁটি হ'বি রূপচাঁদি যেমন।
ফকিরী নয় সামান্য, হ'তে হয় দীনদৈন্য,
আদর্শ শ্রীচৈতন্য কর রে দর্শন।
পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পা'বে অমূল্য নিধি, পরমতত্ব মুক্তিধন ॥ ১২২২ ঐ

কোথা দীনদুঃখি তোরা, আয় রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম-বাজারে।
হরিনাম, মধুকরী, (আয় রে তো'রা) হরিনাম,
মধুকরী, মিঠাই পুরী, প্রেমের ক্ষুরী, খেয়ে যা রে ॥
যত সব যাচ্ছে ভুখো, প্রেমের ভুখো,
নিতাই আমার যতন করে।
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ্‌সে তোরা)
যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছে মতে, দিচ্ছে পাতে ঝাঁকা ধরে ॥

অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি বসেছেন ভাণ্ডার করে।
নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, (দেখ্‌সে তোরা)
নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, অমূল্য ধন বিনামূলে ঝোলা ভরে।
কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী পড়েছিল ধরা ধরে।
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ (দেখ্‌সে তোরা)
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ, সোণার বরণ,
গৌরচাঁদের চরণ হেরে।
দেখ্‌তে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,
লোক ধেয়েছে নদেপুরে।
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, (দেখ্‌সে তোরা)
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
বদনে হরি হরি গৌর হরি, সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ্‌সে তোরা)
আনন্দে মত্ত কিবা, হায় কি শোভা,
দীন বাউলের হৃদ-মাঝারে॥ ১২২৩ দীন বাউল।

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, কেবল মিছে,
তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি।
চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন)
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে,
দেশে দেশে, ঘুরে ম'লি।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, মদনদী বন, তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি।
যত যা, শুন্‌লি কাণে, (ও ভোলা মন)

যত যা শুন্‌লি কাণে, বল সেথানে,
তার কিছু কি দেখ্‌তে পেলি ॥
পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বলবুদ্ধি সকল হারা লি।
আঁচলে মাণিক বেঁধে, (ও ভোলা মন)
আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে,
সাঁতারে হাত্‌ড়াতে গেলি ॥
যদি তুই কোর্ত্তিস্ যতন, পেতিস্ রতন,
অযতনে সব খোয়া'লি।
হায় এমন চখের কাছে, (ও ভোলা মন)
হায় এমন, চখের কাছে, মাণিক নাচে,
দেখলিনে চোখ বুজে রলি ॥
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে,
বৃথায় চিরদিন কাটা'লি।
মানসে দেখ রে ভেবে, (ও ভোলা মন)
মানসে দেখ্‌রে ভেবে, ভক্তিভাবে,
মানুষ পা'বে যুক্তি বলি ॥ ১২২৪ দীন বাউল।

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে,
কর কি অসার ভাবনা।
যে কাজে, ভবে আসার, (ও ভোলা মন) যে কাজে,
ভবে আসার, হ'বে সুসার, কেন রে সেই সার ভাব না ॥
যে কালে বাঁধ্‌বে কালে, বিপদকালে,
দুখের পারাপার র'বে না।

সেইকালে জান্‌বে রে মন,
(ও ভোলা মন) সেই কালে জান্‌বে রে মন,
শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা ॥
এ যাঁ'দের ভাব্‌ছ আপন, নিশীর স্বপন,
সাথের সাথী কেউ হ'বে না।
যে সময় ধর্ব্বে শমন, (ও ভোলা মন)
যে সময়, ধর্ব্বে শমন, মুদে নয়ন,
আপন বলে কেউ ছোবে না ॥
যত সব পয়সা কড়ী, কচ্ছ দেড়ী,
ঘর বাড়ী সঙ্গে যা'বে না।
কেবল পাঁচকড়া কড়ি, (ও ভোলা মন)
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কল্‌সী দড়ী,
কাঠ খড়ী আর চট বিছানা ॥
শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা।
সিন্ধুকের তালা খুলে, (ও ভোলা মন)
সিন্ধুকের তালা খুলে,
দেখ্‌বে তুলে নগদ কিছু আছে কি না।
খেদে দীন বাউল বলে, মন বিফলে,
মায়ায় ভুলে, আর থেক না।
পলকের নাই ভরসা, (ও ভোলা মন)
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষের উপায় তা'ই দেখ না ॥ ১২২৫

দীন বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছো চলে।
সঙ্গে সব, কাঠের ভরা, (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট্‌বহরা,
যাইত বেহারার কাঁদে ছুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে,
ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
এখন কি তা ভুলে গেলে ॥
ঘুরে যে, দিল্লী লাহোর, ঢাকা-সহর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে, খেতে না পয়সা সিকি,
(হায় রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥
রং বিরং, সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া,
চেন্ ঘড়ী সব কোথায় থু'লে ॥
হ'বে যে, এমন দশা, (হায় কি দশা)
হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা,
জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে ॥
শত্রুতা প্রকাশিতে, যা'দের সাথে,
হরষেতে সেই সকলে।
বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,
(ঐ দেখ সব) বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,

বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল, এত কালে ॥
খেদে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয়,
দেখে শুনেও লোক সকলে, একটি দিন এ ভাবনা,
(হায় কি দশা) একটি দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে ভুলে ॥ ১২২৬

দীন বাউল।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে।
বসে আছে জেলে জাল ফেলে ॥
এ যে, জগৎ-বেড়ে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
এ যে জগৎ বেড়ে, ধর্লো বেড়ে,
জগতের জীব এককালে।
এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ ;
যত, বোয়াল কাতল, ছেলং চিতল খুচ্‌বে সবার প্রাণ ॥
ও তোর, পুঁটীর জীবন, (ভোলা মন, মন রে আমার)
ও তোর পুঁটীর জীবন,
আর কতক্ষণ বাঁচ্‌বি ডুরী টান দিলে ॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন ;
তা'রা, খুঁজে খেঁজে, জালের মাঝে, আন্‌ছে যত মীন।
জেলে, সকল জানে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
জেলে, সকল জানে, যা যেখানে, রয় না ছাপা লুকা'লে ॥
যা'দের কিছু সাধন-বল আছে,
তা'রা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে পাশিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল, (ভোলা মন, মন রে আমার)

ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥
বিপদ-কালে ঘটে রে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ (ভোলা মন, মন রে আমার)
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ,
কর স্মরণ এই কালে ॥ ১২২৭ দীন বাউল।

বৃথা ভবে খেলা'তে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ ॥
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ্পেয়ে রে
কেন ডাক্‌লিনে ইস্তক-পঞ্চাশ ॥
হাতে রং থাক্‌তে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্‌ছেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পা'বি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ॥
হেসে বিন্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখ্‌বি কাগজ দেখিনে গোচ কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে,
করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ॥
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুস গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে, রে
শেষে পা'বি সে আর অবকাশ ॥

যখন তিনকুড়ি সাত দেখা'তে ক'বে,
তখন কি দেখা'বি খাবি খা'বি চক্ষুঃস্থির হ'বে।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে,
শেষে পুড়বে যে তোর বুকে বাঁশ ॥ ১২২৮

দীন বাউল।

কেন দাবা খেল্‌তে এলি বল।
ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল ॥
ছি ছি না জেনে চা'ল, হবি বেচা'ল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল ॥
যে তুই বড়ের লোভে চালি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা।
পড়ে উঠ্‌সা কিস্তী, মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাস্‌ছে তোর বিপক্ষদল ॥
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে ধল্ল যেঁতে ঘাড় যেতে, আর কি পথ আছে।
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল ॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'ল না, জোর পেলে না, এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হ'ল পাগল ॥
এবার বাঁচ্‌বি কিসে পঞ্চ-রঙের হাত ;
যখন শক্ত এসে ধর্‌বে ঠেসে, করবে কিস্তি মাত।

এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চা'ল মাতে চল ॥ ১২২৯

দীন বাউল ।

আর কি এবার ভাবনা রে আছে ।
নথী ফুল-বেঞ্চে পেশ হ'য়েছে ॥
যা'বে. লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
যা'রে মাল মহলের কর্লেম্ ম্যানেজার,
করে, জবরদখল. সোণার মহল, কর্লে ছারেখার ।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,
তাইতে, অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে ॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল ;
আপনি গ্রাউণ্ড্ লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল ।
কর্ব্বেন মিত্র-জজে, বিচার নিজে রে,
কিশের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে ॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে ;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিশ এবার ডোল্‌বে পাপরে ।
ও সে যে আদালৎ বুঝ্‌বে হালৎ রে,
আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে ।
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর ব্যস্ত ;
ঢুকে আন্‌বো মহল, করে বহল, সব সাব্যস্ত ।
প্রীবি-কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তমাদি-দোষ কেটেছে ।

বলে, দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন;
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট, নাই তোমার মোচন।
বমালে খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে॥ ১২৩০

—— দীন বাউল।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা প'ল।
ত্বরায় যাই এষ্টেসনে, দেখে শুনে তল্পী তোল॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বল্‌ছে টাইম্ ওভার হ'ল।
হড় হড় হড় আস্‌ছে গাড়ী, হুড়োহুড়ি লাগ্‌ল ভাল॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকেট্ [illegible]।
কেউ বা যেতে টিকেট বিনে, পোলিসম্যানে চালান দি[illegible]।
কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হ'ল।
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকেট্ হায় কে পকেট্ কেটে নিল।
দীন দুখী দেখে টিকেট্-মাষ্টার যা'রে সদয় ছিল।
বিনে মূল্যে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পালিয়ে গেল॥
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেল।
হরি হরি কও সকলে, চারি দিকে অল রাইট্ হ'ল॥ ১২৩১

—— ঐ

সামাল সামাল মন-মাঝিরে রে, হাইল ঠিক যেন থাকে।
উঠেছে হামাল ভারি জরিও না দেখে॥
হু হু করে কল কল, ঐ পাকে ডাকছে জল,
সাবধানে ঘুরিও রে কল, সলায় টিপ্ রেখে॥
যে টান দেখছি কিনারে, কাটাসে যেও না রে,
কোন টানে ভল্‌কা মেরে, ফেল্‌বে বিপাকে॥

শেষে পাবিনে সুমোর, এই বেলা বাঁধ রে কোমর,
নৈলে তোর ভাঙ্গবে গুমোর, এলে বাণ ডেকে ॥
একে তরণী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে ॥
ভক্তি-মাস্তুলে, হরিনাম বাদাম তুলে,
দীন বাউলে বলে দেও পাড়ি সুখে ॥ ১২৩২

দীন বাউল।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্য পথের সত্য ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে,
ছোবে না রে সোণাদানা।
সেই পথে মনসাধে চল রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা ॥
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা।
দেখ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে সব সাধনা ॥
কখন ঝড় বাতাসে উড়ে এসে,
জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা।
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী,
সহে যেন যম-যাতনা ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই,
কি কর ভাই মিছামিছি পর-ভাবনা।

চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না ॥ ১২৩৩

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি,
সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি,
রতনমণি না চিনিলি ॥
কি ব'লে, অবহেলে, সোণা ফেলে,
আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি ॥
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়া'স ছুটে,
লোভের যুটে তুই কেবলি।
না বুঝে ত মিঠে, ঘুঁটে
ভেবে মিঠে, মিঠে নিলি ॥
না জেনে ভাল মন্দ, এমনি দ্বন্দ্ব,
সাপের ফান্দ গলায় দিলি।
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে,
যা করিতে ভবে এলি।
এ জগৎ-চিন্তামণি, আছেন যিনি,
তাঁয় না চিনি মাটি হ'লি ॥ ১২৩৪ ঐ

দোকানি ভাই দোকান সার না ;
কত কর্ব্বি বেচা কেনা ॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা চোর ছ'জন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
(ও রে ও ও দোকাকানি) সিঁধ কেটেছে,
তাও কি একবার দেখ না ॥
পরেরে ঠকা'তে গে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদার দিন বল না ॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল,
(তাঁর মত আর দয়াল নাই রে)
শুন্‌লে আওহাল, তোরে নিদয় হ'বেন না ॥ ১২৩৫

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

কা'র হিসাব লিখছিস্ ব'সে মনের খোসে,
আপনার কাজ মুলতুবি রেখে।
ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চশে দেখছিস্ চোখে।
তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস্ রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে ॥
লিখ্‌ছিস্ পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।

পাগলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল,
আপনার ভাল না বুঝে কে ॥
শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝ্‌বি সে দিন.
সর্‌বে না তোর বাক্য মুখে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
তবেই নিকেশ দিবি সুখে ॥ ১২৩৬

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বা'ছ খেলা'তে এলাম এবার বা'ছ খেলান হ'ল দায় রে।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী,
ও তা'র নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী ;
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে,
বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে ॥
দশখানি দাঁড় পাতা আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে,
হা'ল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে ॥
আঠার ডওরাতে বসে রে,
ঐ যে আঠার জন আছে তা'রা কেবল ঘুমায় রে,

তা'রা জাগে না যে কোন মতে রে,
আমায় ব'লে না দেয় সদুপায় রে॥
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল,
ও রে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল;
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,
পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে॥
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,
কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চা'স যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে ত্বরায় রে॥ ১২৩৭

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় কে তোমায় দিল বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদসা,
তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল,
সে সকল এখন কোথায়॥
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
এখন কা'রে দিয়ে সাজ্‌লে সন্ন্যাসী,
তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায়॥
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান,
কুল-মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,

তোমার সে মান্য, কৌলিন্য,
প্রাধান্য এখন কোথায় ॥
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল,
তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল, ভিক্ষা করেছ,
কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলি'ছে, কাঙ্গাল ধনবান,
শু'লে শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার,
কোন বিচার নাই তথায় ॥ ১২৩৮ হরিনাথ মজুমদার ॥

সংসার জ্বালায় জ্বলে সবাই মরতে চায়।
ম'লে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে।
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ও রে মানুষ ম'লে শান্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
জ্বলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে,
সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে,
ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে,
এ সব বন্ধু হ'তে বন্ধু আবার এমন কে আছে,
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে,
মরে তা'র কাছে যেতে চায় রে ॥
এত ভালবাসে রে যে জন,
কেন তা'রে প্রাণের সহিত ভালবাসিস্ নে রে মন,
তা'রে ভাল না বাসিলে মন রে,
মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায় রে,

কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মরতে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে দু'দিন বেঁচে থাকিস্ মন্ রে,
ডাক দীননাথে সর্ব্বদায় রে॥ ১২৩৯

হরিনাথ মজুমদার।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে,
দু'জনে মাখা মাখি॥ ভালবাসায়,
এক পাখী কত ফল বিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে,
অন্যে হচ্ছে ফলভোগী॥ ইচ্ছামত,
পাখী নয় কাহারও অধীন,
ও যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন,
সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখি॥ নিজ দোষে,
মনোদুখে কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে,
আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি॥ হায় হল কি॥ ১২৪০ ঐ

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
এ কি চমৎকার, কেহ কার ছোঁয়া পানী নাহি খায়॥

এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়,
ও রে সকল জেতের পারে ল'য়ে যায়,
ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায় ॥
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান,
ও রে খ্রীষ্টান আদি করিছে জলপান, সেই জল তুলে,
কেউ ছু'লে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয় ॥
এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস,
সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস, তবু বিশ্বাস নাই,
এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায় ॥
ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়,
আবার আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়,
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই ছুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান,
ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান, কভু না যায় ॥ ১২৪১

হরিনাথ মজুমদার।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
খুঁজবে খাড়ি পাট বিছানা ;
থাম্‌লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বল্‌বে সকল,
শীঘ্র ধ'রে বাইরে নে না ॥
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে,
দেখ্‌বে কিছু আছে কি না।

অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বল্‌বে আছে নাম ডাক না ॥
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গাম্‌ছা কাঁধে,
খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতি জনা।
আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা,
দুদণ্ড তোমায় থোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,
ঘোচে তার ভব-ভাবনা।
অন্তিমে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এর বা তাও মেলে না ॥ ১২৪২

—— প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

কার চোকে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালী,
করে রে মন তাই বল না।
সে যে হয় জগতহর্ত্তা,
বিচারকর্ত্তা অন্তর্যামী তাও জান না।
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে,
দেখ্‌ছে রে সব ঘটনা।
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন,
সকলি তার আছে জানা ॥
ও রে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ॥
তুমি এই ভবে এসে লোভের বশে,
যখন কর যে ছলনা।

সে তোর এ সব দেখেছে,
তার কাছে রে ছাপালে ছাপ্য থাকে না।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান,
সে ত নয় রে ট্যারাকাণা।
তার চকে ধূলা দিয়ে ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না॥
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যা করেছি,
সব জেনেছে সেই এক জনা।
ভেবে আর নাই রে উপায় সব অনুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ১২৪৩

হরিনাথ মজুমদার।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ,
উঠ্‌ছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হ'য়ে রাজা মারে মজা মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন পাদ্‌সা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকীর হ'য়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল,
অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ও রে তার মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্না এই সমুদায়।
ও রে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা,
বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই,
মনের কথা বল্লে সবাই তা জানা যায়॥

কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে,
মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগলকরা পড়ে ধরা,
তবে সফল পাগল হওয়ায় ॥ ১২৪৪

হরিনাথ মজুমদার।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত,
দুনিয়ার সব আজব্ খেলা।
আজি কেউ পাদ্সা হ'য়ে, দোস্ত ল'য়ে,
রংমহলে করছে খেলা।
কাল আবার সব হারা'য়ে, ফকীর হ'য়ে,
সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়,
মারছে জুত এড়িতোলা।
কাল আবার কোপ্নী পরে, টুকনী ধরে,
কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর,
রয়েছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করছে রে তরঙ্গ খেলা।
কাঙ্গাল কয়, পাদসা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর,
সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও,
ধর্ম্মকে ক'র না হেলা ॥ ১২৪৫

ঐ

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়!
ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হ'তে হয়॥
শক্তি হইলে প্রকাশ,
সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়॥
রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তখন অনায়াসে হ'বে ভূতশুদ্ধি, সিদ্ধি হয় তখন,
নইলে মন অ-আ-ই-ঈ কর্ত্তে হয়॥
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব-লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হ'বে রে বারণ, বিবেকী যখন,
হ'বে মন, তখন রে ভক্তির উদয়॥
কাঙ্গাল বলিছে ভক্ত হয় যখন,
ও রে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন;
যায় প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়॥ ১২৪৬
হরিনাথ মজুমদার।

সেই প্রেম-রতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম-লাগি, বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী, মৃত্যুঞ্জয়॥
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই,
মুখে হরি বলে, সুখী শুক-গোঁসাই,
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে বালক-প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।
ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম-অভিলাষী,
মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী,
যে প্রেম-লাগিয়ে, ভাবিয়ে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়॥

ও রে যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ,
রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব-প্রমাদ,
ছেড়ে অতুল ধন, পরিজন, লালাবাবু ফকীর হয়॥
শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস,
যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ,
যে প্রেম-মহিমায়, রামমোহন রায়,
এ বাঙ্গালায় হ'লেন উদয়॥
দবির আর কবির দুটী ভাই ছিল,
তা'রা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল,
পাদসা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকীর হয়।
কাঙ্গাল বলি'ছে এ প্রেম যা'র আছে,
ও রে সীসা সোণা সমান তা'র কাছে,
বিষয়-অহঙ্কার, নাই রে তার,
মান অপমান সমান হয়। ১২৪৭
হরিনাথ মজুমদার।

মন না হ'লে সোজা, ফকীর-সাজা,
কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকীরের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে, করছ ধর্ম্মের আলোচনা।
তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে,
পরকে কি বুঝাও বল না॥
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও,
নিজে কেন তা বোঝ না।
নিজে না বুঝলে পরে, অন্য পরে, বুঝবে কেন, তা ভাব না।

কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে সর্ব্বজনা,
নিজে না হ'লে ভাল, পরকে
ভাল কর্ব্বে ভাব, তা হ'বে না ॥ ১২৪৮
হরিনাথ মজুমদার ॥

যার ফুল নকল ক'রে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁ'রে ভুল একি ব্যাভার।
কখন হ'য়ে অন্ধ, বল মন্দ গুরু-মারা বিদ্যা তোমার ॥
ও রে যাঁর আকাশে রং, দেখে রে রং,
করতে শিখে জগৎ-সংসার।
আবার তাঁয় সং বলিয়ে ঢং করিয়ে,
নাচাও তুমি, কি অহঙ্কার ॥
কাঙ্গাল কয় যাঁ'কে দেখে, লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাঁহার।
ও রে তাঁ'র পদে প্রণাম, নেমক-হারাম,
তাঁ'র মত কে আছে রে আর ॥ ১২৪৯ ঐ

(বল) তুই কেমন করে যা'বি রে তরে।
ও তোর জীর্ণতরি তুফান ভারি, ও রে বুঝি ডুবে যায় রে ॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা,
ঐ দেখ উঠ্‌ছে তা'তে বারি সদা ভাই রে।
তরি হ'য়েছে রে ডুবু ডুবু ও তা দেখে প্রাণ কাঁপে রে ॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি,
তা'রা মনের সুখে গা'চ্ছে সারি বসে।

ও রে মহাজনের মাল বলে রে,
তা'দের তিলেক ভাবনা নাই রে ॥
ও রে বড় বোকা মাঝিটে রে,
সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে।
আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে।
পাগল বলে নাই আর উপায়,
বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি,
ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে ॥ ১২৫০

পাগল ফকীর।

বাউলে সুর—খেম্‌টা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখ্‌তে যা'বি ভাই ॥
প্রেমরসে ভেজেছে বুরি, যে খেলে সে ঝুরছে তাই।
কাপে কাপে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা,
সুধা পাবা যত খাই। যাতায়াত সহজ সোজা,
বইতে নাই ভার বোঝা, হবে শমনের সাজা,
খাজা গজার মুখে ছাই। ভাব-রসের কারবারী,
না জানে দোকানদারি, যে খায় একার তারি,
প্রেমের বলিহারি যাই। সম্মুখে সাজান মাল,
ধরতে ছুঁতে নাই বমাল, দোকানী এমনি সামাল,
খুঁজলে হাতে প'তে নাই ॥ ১২৫১ অজ্ঞাত।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল যে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরের তিলক ঝোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না॥
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা,
মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা॥ ১২৫২

———— হরিনাথ মজুমদার।

পাখী মোর সেই কথাটি বল না।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, কসুর করতে পারি না॥
অতি প্রভাত কালেতে, ব'সে গাছের ডালেতে,
তুই ঊর্দ্ধমুখে ডাকিস্ কারে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে, প্রভাত কালে, ক্ষুধা পেলেও গিলিস্ না॥
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বল না আমারে।

যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা,
শুনব তা আজ ছাড়ব না।
তোর গর্ত্ত সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে।
আবার ডিম্ব-হলে, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা॥
ফিরিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে,
বল্লে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব,
কেউ যে কথা বলে না॥ ১২৫৩ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ভাব মন অধমতারণ, সত্যশরণ,
যাঁর নামেতে পাষাণ গলে।
যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভুবন,
শূন্য পবন, স্থলে জলে।
কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁর চরণ,
সমভাবে বেড়ান চ'লে॥
যিনি এই গাছগাছড়ায় দালান কোটায়,
পত্র-কুটির ঘরের চালে।
তিনি তোর দেলের মাঝে, ব'সে আছে,
ভাল মন্দ কথা বলে॥
যিনি সেই চীনতাতারে, রুম সহরে,
বর্ম্মা কাশ্মীর সিল নেপালে।
তিনি তোর ভাতের থালে, খাটের পাশে,
নাচিয়ে বেড়ান ল'য়ে কোলে॥

যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়িতে,
বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে।
যিনি তোর খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে,
আলখেল্লায় ঝুরঝুরি ঝোলে॥
যিনি সেই মজিদ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়,
শ্মশানে কি গাছের তলে,
তিনি মোহন্ত-আখড়ায়, তুলসী-তলায়,
সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে॥
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড়ো-ক্ষেত্রে,
ঘোষ-পাড়া কি বিন্ধ্যাচলে।
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে,
মক্কা মদিনা চিখুলে॥
যিনি সেই জাতি-হিংসায়, বিবাদ ঘটায়,
যুদ্ধ বাধায় সন্ধি-স্থলে।
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা,
যা বল তা সবার মূলে॥
যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টে,
রেলের রোডের ধূমকলে।
তিনি যে নেড়া মাথায়, জুল্পী খোপায়,
টাকপড়ায় কি এলবার্ট চুলে॥
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চূণে পানে,
দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে।
তিনিই তোর ধুতি চাদর, জামার ভিতর,
কোট পেণ্টুলেন শাল রুমালে॥

যিনি নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায়,
কবিকঙ্কন কবির দলে।
তিনি পাঁচালী-ছড়ায় হাফ আখেড়ায়,
ঝুমুর খেমটা বাই মহলে ॥
যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়,
বক্তৃতায় কি পণ্ডিত-টোলে।
তিনিই যে ছেঁড়া ছালায় কোপ্নীন ঝোলায়,
গোধূড়ি কিম্বা কম্বলে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে কয়ে ধরে,
মূল হারালি ভুলের মূলে।
থুয়ে ধন চালের বাতায় জল যে হাতড়ায়,
তাকেই লোকে পাগল বলে ॥ ১২৫৪

——— প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ও রে ফল খেয়ে ধোরে যে গাছ দেখে না।
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়্‌ছে আবার খসিয়ে,
ও রে আগুনেতে পুড়ছে ঘনি গোবর উঠছে হাসিয়ে,
মরছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে করছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না ॥
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার,
লোক এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না ॥

কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে,
আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখ্‌বে আছেন তিনি
ভাবতে কিছু হবে না হবে না ॥ ১২৫৫

হরিনাথ মজুমদার।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি,
মনে একবার ভেবে দেখ্‌লে।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে ॥
যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন,
নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো,
নাহি ডাকে বাবা বলে ॥
দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্ধুক পুরে,
ধন দৌলত রেখেও মলে।
শ্মশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন,
একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে ॥
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে,
সোণার শরীর মাটি করলে,
শ্মশানে লবে যখন, হয় ত তখন,
তিনি দেবেন গোবর গুলে ॥
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে,

জন্ম এখন এই শেষকালে,
বুড়ো বলদের মত, কষ্ট কত,
স্থান না পায় আর কোন স্থলে। ১২৫৬

——— হরিনাথ মজুমদার।

চল্‌তেছে আজব ঘড়ী দিবা রাত্রি নাই কামাই।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই।
এক স্প্রিঙ্গের জোরে ঘড়ীর ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিঙ্গের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিফল,
বুকের দুপাশে দোলনা, টক টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম দিবার তার চাবি নাই,
ও রে ভাই।
সূতর মত ছোট খাঁট চাকার আলার কত চিজ,
ও তার উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ
কোন উদ্দেশ;
দুই কাঁটা চলে বাইরে, এক কাঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেতে গোল তার মন্দ দুই এরাই,
ও রে ভাই।
ফিকির তোরে ফিকির বলি যদি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভরে দিনান্তরে দয়াময় নাম টাইম দিস,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই,
ও রে ভাই। ১২৫৭

——— ফিকিরচাঁদ।

কীর্ত্তন।

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে।
ও রে সকাতরে ডাকলে তাঁরে নেবে রে পারে ॥
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে,
এমন সুযোগ আর পাবিনে) চলে নাও দ্রুত গতিতে,
এক হালের জোরে ॥
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে এ তরী তরীর মত,
এই বিশ্ব-সংসার নিতে পারে) কিন্তু,
প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না কোরে)
ও হে দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥ ১২৫৮

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

বাউলের সুর।

কে গো তুমি চিত্‌ হ'য়ে ভাস্‌ছো নদীর জলে;
(জলের মধ্যস্থলে)।
আমার মাথা খাও, কথা কও হাসির লহর তুলে;
(ডাকি গিয়েছ ভুলে ?)
আয়না ফিতে চিরুণ তুরি, যাচ্ছে পড়ে গড়াগড়ি,
এখন যাচ্ছ কোথা তাড়াতাড়ি, এলো থেলো চুলে;
(ঢেউয়ের সঙ্গে দুলে),

বিধুমুখে মৃদুহাসি, গলায় দিতে প্রেমের ফাঁসি,
এখন ছেড়ে দিয়ে হাসিখুসি, মুখভারী করিলে ;
(কেন কি ভাবিলে ?)
গরলমাখা দুটী চোখে, মারতে খোঁচা লোকের বুকে,
এখন সে নয়ন খাচ্ছে কাকে, ঠুকরে ঠুকরে তুলে ;
(ও সেই পাপের ফলে)।
যে রূপের ও রূপসি, গরব কর্‌তে দিবা নিশি,
এখন কোথায় গেল সে রূপরাশি, ঢাক হ'য়েছ ফুলে ;
(যাবে দুদিনে গ'লে)।
তোমায় দেখে সুখী হলাম, এই উপদেশ পেলাম,
আহা ! সংসারের পরিণাম, কালের অদ্ভুত লীলে ;—
(তুমি দেখিয়ে গেলে) ॥ ১২৫৯
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ্ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে, জাত্‌বেহারার কাঁধে চ'ড়ে খাটুলীতে শুয়ে।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কল্‌সী পাকাইলে, ছেলে আর ঝিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন, ঘটী বাটী,
এই যে, খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে।
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, খৈচালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব, কিছুরতো রাখ নাই অভাব,
আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে।

ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখ্‌তে ধরে যখের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাকো, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাক্‌তে বল্‌তে সব "বাড়ন্ত" চক্ষুলজ্জা খেয়ে।
সদাই বল্‌তে আমার আমার, আজ কিছুই তো
হলো না, তোমার,
আহা, কেবল ম'লে পণ ছুই চার, চাবির বোঝা ব'য়ে।
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা বাড়ী, যাওনা দুটো নিয়ে॥ ১২৬০
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

যদি ভাই খেয়ে মদ, করবে আমোদ,
কাজ কি যেয়ে শুড়ির বাড়ী।
বিলাতি ব্রাণ্ডি বিয়ার, কাজ কি তোমার,
নষ্ট করে পয়সা কড়ি।
সহস্রার খোলাভাঁটী, পরিপাটী, গুরু খুলেছেন কৃপা করি;
সাম-রস, সুমধুর-রস, সুরা-সরস, হংসযন্ত্রে হয় তৈয়ারী।
সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বদ্ধে মন চক্র করি;
এই তো ভাই যেমন শক্তি মিশাম যুক্তি, শক্তি কর ভক্তি নারী।
গুরুকে করিয়ে ধ্যান, করয়ে পান, প্রেমের চষক হাতে ধরি;
নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে, হাত বাড়ায়ে স্বর্গ ধরি।
করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্য দুটী, ধর তারে যত্ন করি;
ভাজিয়ে ধবে না ঘিয়ে, খেচরী দিয়ে, চাট কর মাংস সম্বরি।

ও রে ভাই পিয়া পিয়া, পুনঃ পিয়া, ধরায় দিবে গড়াগড়ি ;
নেশা, ভাই, ছুট্‌বে যখন, আবার তখন, পান করে ভাঙ্গিবে খোয়ারী।
দেখিবে চতুর্দ্দলে, কুতূহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী-স্থন্দরী ;
ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি।
দেখিবে মুদিত চ'খে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন ক'রে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি।
তার পর স্থষুম্না মুখে, দেখ্‌বে স্থখে, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি ;
নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, ভুজঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করি।
পাগল কয় নেশায় ঠোকে, জাগাও মাকে, স্থষুম্নাতে বায়ু ভরি,
যদি হন জাগরিতা, জগন্মাতা, তবেই জনম সফল করি॥ ১২৮১
শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউলের স্থর—খেম্‌টা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা ভাংলো নাকো ঘুমের ঘোর॥
মিছে দেহের গুমোর করো না।
কোন্ দিন পাখী পালিয়ে যাবে তাওতো জান না॥
(রে ক্ষেপা), ও রে তখন খাঁচা পড়ে রবে, থাক্‌বে না তার ঠিকানা তোর।
যখন খাঁচার পত্তন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত ক'রেছে
(রে ক্ষেপা) ; ও রে সিঁধ কাটিতে ছয়ার কাটে, ঘরের ভিতর ঢুক্‌বে চোর।

ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে, বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে
(রে ক্ষেপা) ;
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় কর্‌বে গলা, তখন হবে বাজী ভোর॥

১২৬২ ফিকিরচাঁদ।

"তরু বলরে বল"—গানের উত্তর।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

পরমেশের দয়ার লেশে,
পেয়েছি পুত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে।
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত,
বিশ্বময় দৃষ্ট যত তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই ঊর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে।
সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্যে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে॥
সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥
চন্দ্র কয় শুনরে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবিরে অনায়াসে॥ ১২৮৩

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

বাউলের সুর—গোষ্ঠ।

মনপাখী, আমার বশ তো হ'লে না, হ'লো না।
আমি রাধা কৃষ্ণ বলিতে বলি, সে বুলি, তো বলে না॥

আছে রিপু ছয় পক্ষ, হ'লো তাদেরি পক্ষ,
সর্ব্বদা বিপক্ষ আমার হয় না সাপক্ষ,
আমি বলি আমার আমার, সেত আমার বলে না।
থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি,
কোন্ সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি,
আমি চা'ল ছোলা খাওয়ালাম কত, আপন কর্ত্তে
পারলাম্ না।
কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয়-বনে মন,
কোন্ সময়ে পলাইবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
হরিনাম কল্পবৃক্ষ-মূলে মোক্ষফলে ভোলে না ॥ ১২৬৪
পঞ্চানন গোস্বামী।

বাউলের সুর—খেম্টা।

আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে।
আগুন বার কর ছাই নেড়ে ॥
যদি দৈবযোগে জন্মালে আগুন, কেউ কেউ বলেরে ভাই,
পোড়া সোনার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,
আগুন মজুত আছে পাথরে।
রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির শিঁক
তার নড়ে আগুনে।
আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে রে ভাই,
আগুন নামে সব হরে ॥ ১২৬৫ অজ্ঞাত।

মিশ্র—খেম্টা।

সে পুর ঢুক্‌তে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়।

জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটে না তায়,—
ও তা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকারি, নামী ধামির কর্ম্ম নয়॥ ১২৬৬

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বল্‌ছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীতে, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী
(ভোলা মন মন রে আমার)
কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥
যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামনদীর ঐ ধারটী দিয়ে,
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে, যারা স্বরূপ সাধন জানে॥ ১২৬৭

ঐ

"বল কি সন্ধানে যাই সেখানে"—সুর।

এসেছে এক নতুন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখ্‌সে রে আয়।
ও সে হরিনামের সুধা পানে, হরি ব'লে জগৎ মাতায়।
ও ভাই খায়নাকো সে শুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়,
ও সে মন-ভাটিতে, প্রেমগুড়েতে, নয়নজলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাই চাঁদ অদ্বৈত, ইয়ারবাসী এরা সবায়,
তারা খায় আর নাচে, আবার যাচে, যাদিকে সম্মুখে পায়।
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভূমে লুটায়,
তখন রাধারি নাম-সুধা চাটি, মুখে দিয়ে আবার জাগায়॥
সে মদ খেলে পরে, একেকালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,
তখন কিব[illegible], কি হাড়ি ডোম, চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই।

সে মদ খেয়ে তারা, চোখের তারা, কপালেতে তুলেছে ভাই,
প্যারিমোহন বলে, মোর কপালে,
এক ফোটা না মিল্লরে হায়॥ ১২৬৮
—— প্যারিমোহন গোস্বামী।

বাউলের স্থর—খেম্‌টা।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চর্‌কাতে।
ভোলা মন ভুলিস্‌ না তুই কথাতে॥
চরকার আটটী পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুটী,
মাজখানে চাকি, কতকাল ঘুর্‌চে রে মন,
চর্‌কা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে॥ ১২৬৯
—— অজ্ঞাত।

বাউলের স্থর—খেম্‌টা।

ও গো সখি তোরা কি তাই পার্‌বি,
ও যে বড় কঠিন পীরিতি; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদ্‌বি।
সে যে তুফানের উপর তুফান রে, শেষে জালায় জলে মর্‌বি।
সে যে আগে দুঃখ মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মর্‌বি।
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে, দেখ চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না, কেবল তার চাতুরী॥ ১২৭০
—— কেসব সাঁই।

বাউলের স্থর—খেম্‌টা।

দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে।
রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেকনজরে না ধরে,—
তাতে রতি মাসা তফাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে

ওরে বেদ বিধি পড়ে রঙ্গ সে দিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—
আবার গ্রন্থকর্ত্তা রাখ্‌লে কলম
সহজ সহজ লিখ্‌তে না পেরে ॥ ১২৭১

ফিকিরচাঁদ।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দেল দরিয়ার খবর কর্‌রে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি,
মুখসুধাবাদ কর্‌রে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন ॥ ১২৭২ অজ্ঞাত।

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

এলো প্রেমরসের কাঁসারি।
আর সই ভাঙ্গা ফুটা বদল করি।
একটি নয় সই ছিদ্র নটা, রসবিহনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটী ফোঁটা আঠায় যত সারি।
সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি ॥ ১২৭৩

ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাব্‌লি না মন যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন সে ধন কে তোর খাবে রে ॥

তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে।
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাকবি বোলবে মড়া,
ওরে জপেতে হও আপ্তসারা,যদি যমের হাত এড়াবি রে।
নীলাম্বর আর বলবে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
সেই মুখেতে তব স্থত আগুন জেলে দেবে রে॥ ১২৭৪

৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

সৌরভেতে জগত মেতেছে।
ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোন্ খানে
ফুল ফুটেছে।
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাল্গুনে পূর্ণিমাতিথি
জন্মগ্রহণ লয়,
অই নদে এসে কাল ঘুচে, নিতাই গৌর হয়েছে॥ ১২৭৫

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা, তেতালায় আর কেবা শোবে।
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে।

সুদের সুদ গণিতেছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মলে তোর সঙ্গে যাবে ॥ ১২৭৬

—— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ মনমতি-মনোহরা।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামি এক ছোঁড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া।
বাহান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজার গো, ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো,
ঘরে কে দিচ্ছে পাহারা।
তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা ॥ ১২৭৭

—— কেশব সাঁই।

বসন্ত—তেতেলা।

ওরে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে শমন ॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেভিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন।
শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শনি কল্লে নাকো দরশন ॥

অৰ্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পোঁদে পরে তলর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন।
কার জন্ত কর মর কি কারণ।
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোনরে মন ইষ্টুপিটু, আর করো না ডিপজিটু।
আর কি না কলের ইট, আস্তাবলের কারণ।
দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ।
যে ধনে হলো না পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন।
কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,
ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ।
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হুতাশন।
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥ ১২৭৮

পাারীমোহন কবিরত্ন।

বেহাগ—পোস্তা।

ওরে মন তোমার আজ বাদে কাল ভবের পটল তুলতে হবে।
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে॥
কোথা থাকবে ঘড়ী বাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাটা কাটা গোঁফে, কে আদরে আতর মাখাবে॥
পমেটম্ হেয়ারে দিয়ে, চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা, গান করবে কে প্রাণ জুড়াবে॥
বুকের ছাতি ফুলিয়ে, চাবুক মেরে, কে জুড়ি হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খানা খাবে॥

রম টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
ছুটি নয়ন করে রাঙ্গা র‍্যা টেনে কে কথা কবে॥
টানা পাখা টাঙ্গায়ে দিয়ে বৈঠকখানায় হাওয়া খাবে।
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে॥
রোগ হ'লে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে।
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হস্তে দিতে হবে॥
এখন একটী পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে খাবে॥
খাটে তুলে ঘাটে তখন সুঁদরী কাটে সাধ মিটাবে।
প্যারীবলে যাবার সময় মা সাহেব কে সঙ্গে যাবে॥ ১২৭৯

—— প্যারীমোহন কবিরত্ন।

মুলতান—খেম্‌টা॥

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি।
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইষ্টেসন ঘাটি ঘাটি॥
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোনরে পাছ, স্বযুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী॥
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটো ছুট।
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান, আনন্দেতে, তেজে ভবের খাটাখাটি।
যথায় পঙ্ক কুণ্ডবারী, কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখরে এক ডাকাত ঘটী।

ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সম্বল কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী ।
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট্ হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাঁটি ॥ ১২৮০

—— রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ।

বাউলের সুর—খেম্‌টা ।

ভবের শোভা ফক্কিকার ।
এ ভবে চটক ভারি ভিতর ফোপ্‌রা নাইক সার ॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্তু কতই আর ;
সে সব থাক্‌বে পড়ে, রাখ্‌বে কেবা
দেখ্‌বে কে আর বাহার তার ।
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম কর সার ;
বৃদ্ধ হলে মর্‌বে জলে দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার ।
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার ;
জীবের জন্মে ধিক্, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার ॥
আস্‌বে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার ॥ ১২৮১

—— অক্ষয়কুমার গুপ্ত ।

বাউলের সুর ।

তোর মত মন্ বোকা চাষী আরত দেখি না ।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ কল্লি না ॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) কর্‌বে তশীল ধর্‌বে কেশে,
মাল্‌গুজারী কর্‌বি কিসে, কিছু ভাব্‌লি না ।
থাক্‌তে ঘরে ছটা এঁড়ে (তুই) কল্লি না চায ও রে কুড়ে,
সাল্লে তোর পাঁচজনায় পড়ে, তাওত বুঝ্‌লি না ।

কি দশা হবে তোর শেষে (তুই) সর্ব্বস্ব খুয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুন্‌লি না॥ ১২৮২

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

জীবন প্রদীপ জ্বল্‌ছে রে ঘরে।
কোন্ দিন নিবে যাবে ফস্ করে॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে।
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা,সামাল্ সামাল্ জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা, আস্‌বে যখন কালের ঝটকা,
আটকাবি কি প্রকারে।
দুদিন বাদে দেখ্‌বিরে নিশ্চয়,
জীবন প্রদীপ নিবলে আঁধার হবে সমুদয়,
থাক্‌তে আলা নে এই বেলা,
নিজের আসল কাজ সেরে॥ ১২৮৩ ঐ

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে।
মানস তারে মিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাক রে তারে;—
এ ভব ঘোর অকূল পাথার, অনাসে যে নিস্তারে।
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক্ দূরে;—
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে,
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজায়ে নে যতন করে,
অবহেলে তর্‌বি যদি, এ জলধি দুস্তরে॥ ১২৮৪ ঐ

এই হরিনাম খাস্‌া অম্বুরি।
(ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি ॥
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী।
বসায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী,
গড় গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কল্‌কে লাগিয়ে তাতে, দাওরে দম যতন করি।
বিচার করে দেখ মনে মনে,
এমন ধারা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি ॥ ১২৮৫

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি,
খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা,
ভেঙ্গে যাবে একেবারে।
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি,
থাক্‌রে শুয়ে মজা করে ;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা,
থাক্‌বে না তোর ত্রিসংসারে।
দেখ্‌বি তুই বসে বসে, মশা এসে,
বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে ;—
সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারীতে,
আপশোষে পালাবে ফিরে ॥ ১২৮৬ ঐ

ভুগ্‌ছো মিছে পাপের বিকারে।
কোন্ দিন অক্কা পাবি ফস্ করে॥
ভাল দেখে চিকিৎসকে এই বেলা ডাক চট করে,
(ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
মন্ত্র-ফিবার মিক্‌শ্চারে রোগ তিনদিনে যাবে সেরে
মিছে কেন মর্‌বি বেঘোরে,
হরিনামের কুইনাইন তোর থাক্‌তে রে ঘরে,
এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে।
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়,
হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
(ত, া) শুনবে না ধর্ম্মের কাহিনী,
পট করে দেবে মেরে॥ ১২৮৭

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা।
তবে শোন্ আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা,
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগ্‌বে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন ব্যথা।
(কেন) থাক্‌তে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরিস্ সর্ব্বদা॥
১২৮৮ ঐ

হরিনাম খাসা গুড়ুক, ভুড়ুক ভুড়ুক,
টান দেখি মন দিবানিশি।
নেশায় গা মেতে যাবে,মজা পাবে,মনে মনে হবি খুসী।
ভক্তি কল্‌কেতে সেজে, টান্‌লে তেজে,
হয় রে মজা বেশী বেশী ;—
প্রবৃত্তি হুঁকো ধরে, যতন করে,
দম লাগাও তায় বসি বসি।
প্রেমের নল লাগিয়ে তাতে, বিধিমতে,
টান্‌লে যেন সুধারাশি——
এ তামাক যে জন খাবে, তরে যাবে,
ভাল হবে পাপের কাশি॥ ১২৮৯ অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কৃষ্ণপ্রেম খাসা চেলে, ভক্তি ডেলে,
বানিয়ে ফেল প্রেম খিচুড়ি।
যাবে তোর পাপ অরুচি হবে রুচি,
তিন দিনেতে বাড়বে ভুঁড়ি।
তুইরে মন সাবধানে, যোগ আগুণে,
চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি ;—
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে, বিধিমতে,
ঘন ঘন দাওরে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা,
হয়রে কিছু বাড়াবাড়ি।
শ্রদ্ধা ঘি দিতে ঢেলে, যেন ভুলে,
বাসনারে তুই ও আনাড়ি

ভক্তি নুন্ সযতনে, দাওরে এনে,
অপর কর্ম্ম থাকুক পড়ি ;—
পেটুক দাস বাউল ভাষে, দেরি কিসে,
খাওরে বসে তাড়াতাড়ি। ১২৯০

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

দেরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম ছবি।
যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি ॥
কোন চিন্তা থাক্‌বে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি।
ছজন ডাকাত ফির্‌ছে রে ছলে,
ফাঁক পেলে তোয় ফাঁকি দিয়ে, ফেল্‌বে যে গোলে,
এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি।
ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,
(এরা) ফিকিরে তোয় কর্‌বে ফকির করে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম্ম কাঁচাবি ॥ ১২৯১

ঐ

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভবের তাস খেলায় বসে।
হার হল মন খুব কসে ॥
আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল ম'লাম তাস পিষে।
ও কি ঘটিল কাল এম্নি কপাল, সুপীট পেলাম না এসে ॥
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে।
ওরে, ধর্ম্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড় তা ফেরাই আর কিসে।
পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ছক্কা হয় শেষে।
হাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে।

আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, ছয় জনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হ'লো বেহাল,
শ্রীরামগোপাল বলে আপ্‌শোষে ॥ ১২৯২
——— রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

দেহতত্ত্ব।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

বানিয়েছে পাঁচভূতে এই বাংলা খান।
খাড়া রয় চোদ্দ পোয়া পরিমাণ ॥
বেঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গণন,
ঘরের সহস্র বন্ধন; (হায় রে হায়)
(আবার) দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে করব কত
(ভোলা মন) গুণ বাখান ॥
এক ছাওনে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায় রে হায়)
গৃহী নয় রে ইতর, ঘরের ভিতর,
পরম পুরুষ (ভোলা মন) বিরাজমান ॥
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর,
ঘরের কারচুবি বিস্তর;
এ ঘর বাঁধে যারা ভাঙ্গে তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন পালিয়ে যান ॥ ১২৯৩ ঐ

বাউলের সুর।

হরি বল বলবি আর কোন্ কালে।
বাল্য আর যৌবনকালে, রঙ্গরঙ্গে কাটালে ॥

বিষয় বাড়ী, করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি, লয়ে তুমি, সকল লোক্‌কে ঠকালে ॥
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কায সাধিলে।
শিকড় মাকড়, তুলিয়ে সব, টাকার পুটুলি বাঁধিলে ॥
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে।
নালা কাটিয়ে বন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে ॥
না জেনে তত্ত্ব, খুড়ে গর্ত্ত, কালভুজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কলে বলে, আপনার জালে, আপনি বদ্ধ হইলে ॥
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই সুহৃত জোটালে ॥

১২৯৪ অজ্ঞাত। *

বাউলের সুর।

জব্দ হবে শেষকালে।
কলে বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে ॥
মোকদ্দমা করে টাকা, খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালফিলে ॥
ধরে গলার নলি, মাথার খুলি,
ভাঙ্‌বে যম তোর এক কীলে।
টাকার জোরে, অহঙ্কারে, গেছে তোমার গা ফুলে ॥
ঠকালে ঠকতে হয় মন, দেখনা তা নেজ তুলে।
বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে ॥

* ১২৯৪ হইতে ১৩০৫ গীত কলিকাতা অঞ্চলের বাউলদাস বাবাজী নামক কোন ব্যক্তির রচিত এমত কেহ বলেন, কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে।
যাদের জন্য পরের বিষয়, কেড়ে বিকৃড়ে সব নিলে ॥
তারাই তোমার করিবে কি, দেখ্‌লে না তা চোক মেলে।
তুমি মলে, চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমায় দগ্ধ করে, আস্‌বে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে ॥ ১২৯৫
অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয়জনে।
ও মন থেকো তুমি সাবধানে ॥
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মুলধন রাখ গোপনে।
ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে ॥
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুঠ্‌বে পেলে পতনে ॥
রবীসুত বশীভূত ঐ ছজনে।
গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে ॥
সামাল সামাল, সকল বামাল, রাখ্‌বে অতি যতনে।
শুন মন, সকল ধন, রাখ হরির চরণে ॥ ১২৯৬ ঐ

বাউলের সুর।

গাঁট কাটা, ছয় বেটা, বড় বম্‌বেটে।
ওদের লজ্জা নাইক মেয়াদ খেটে ॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে।
ওদের কথায় ভুলিস্‌ নে মন, ভক্তি কপাট দে এঁটে ॥
আপন বলে কথার ছলে, পথেতে নেয় গাঁট কেটে।
চোকে ধূলা দিয়ে, পলাইয়ে, নিমিষেতে যায় ছুটে ॥

জারি জুরি করে চুরি, সদাই ওরা খায় পেটে।
যতই জমায়, ততই চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে ॥ ১২৯৭

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

কলিকালে হরি বিনে উপায় নাই,
ওমন হরি হরি বল সদাই।
পুণ্য কর্ম্ম, সর্ব্ব ধর্ম্ম, সকল লোপ হবে,
জেতের বিচার সব যাবে,
জামা জোড়া, মোজা পরা, একাকার হবে সবাই ॥
পিতা মাতা সুহৃদ ভ্রাতা, অন্ন না পাবে,
মেগের বশে সব রবে,
খুড়া খুড়ী, পায়না মুড়ি, মেগের বেলা হয় মেঠাই ॥

১২৯৮ ঐ

বাউলের সুর।

কলিকালের আচার অতি চমৎকার।
কোলে ঝোল মাথে সব আপনার ॥
জুয়াচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নাই,
মনের কথা আর না পাই,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কথায় চলে এ সংসার ॥
মদ্য মাংস খাদ্যে কিছু বিচার করে না,
কেউ কার কথা শুনে না,
সবার ঘরে সবাই করে, কিছুতেই আর নাই বিচার ॥

১২৯৯ ঐ

বাউলের সুর।

কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর।
(ও মন) ঠক বাচতে হয় গ্রাম উজাড় ॥
টাকা কড়ি বেশ্যাবাড়ী সকল গে পড়ে,
ঘরে অন্ন না যোড়ে,
ঘরের মট্‌কা দিয়ে, কাক্ গ'লে যায়,
ঘরের একটা দোর তার নাই আগড়।
বাবুর ছড়ি হাতে, বেরো পথে, আতর দে'গায়,
ও ফিট্ বাবুটি হয়ে,
মায়ের মাথায় তেল যোটে না,
খেতে পায় না যেন চোর ॥ ১৩০০ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

মন তুমি আর কর উপার্জ্জন।
তোমার সঙ্গে ত যাবে না ধন ॥
তোমার আহার কারণ, মিছা ভাবা অকারণ,
আহার দিতেছেন যিনি, দিয়াছেন জীবন ॥
আহার বিনে, কেহ প্রাণে, মরেছে কি প্রাণীগণ,
তুমি ত্যজ অভিমান, তোমার বাড়িবে সম্মান,
সকল সম্মানে মিলবে আহার, পাবে তত্ত্ব জ্ঞান,
তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান ॥
১৩০১ ঐ

বাউলের সুর।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না।
চিন্তা বাড়ে বই, আর কমে না ॥

করে ধনেরি চিন্তে, আমি পাল্লেম না চিন্তে,
ভবে এসে হলো নাকো হরির চিন্তে,
উদর চিন্তে করে আমি, চিন্তামণি পেল্লেম না ॥
এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি,
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি,
কারে কল্লে চিন্তে, যায়কো দিন্‌টে,হরির চিন্তে হবে না ॥ ১৩০২

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

ঠক্ বাচ্‌তে হয় গ্রাম উজড়।
এখন কলি যে হয়েছে ঘোর ॥

মনে মনে সঙ্গোপনে, ভেবে দেখ সবাই চোর,
খুজ্‌লে পরে দেখ্‌তে পাবে, সকল ঘরে নেশা খোর।
দোষ করিলে হয় নাকো দোষ, যাদের আছে টাকার জোর,
হিন্দুতে গোমাংস খাচ্ছে, যবনেতে খাচ্ছে শোর।
জাতি ধর্ম্ম নাইক কর্ম্ম, পাপে সব হয়েছে ভোর,
জাত রাখ্‌তে চাচ্চ কি মন, জাত কি আর আছেরে তোর,
হরির চরণ কর্‌বে সাধন, যমের আর খাট্‌বে না জোর।
হরির চরণতলে, স্থানটী পেলে, ঘুচ্‌বে জ্বালা সকল তোর ॥

১৩০৩ ঐ

ও মন-ময়রা তুই বল্ না, কেন ভিয়ান কল্লি না,
সখের খুলি রাখ্‌লি ফেলে, তাতে হাত দিলি না।
রাখ্‌লি তুই থলের ভিতর, সকল চিনি,
কার কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না।

ভিয়ান কল্লে মাল পেতিস্ কত,
(ভাইরে) কেন চেষ্টা করে দেখলি না॥
থাকৃতে তোর আয়োজন সকল,
কেন অলসে হারালি বল আসল সম্বল,
খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারেতো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জ্বলৃতেছে আগুন,
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ,
আগুন গেলে নিবে, কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রস গরম কর্ত্তে পার্‌বি না।
ওরে করিস্ কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বল্ না মুখে রজনী এলো,
কেন অন্ধকারে, বৃথা ঘুরে,
(ভাইরে) মর্‌বি মাল্‌ত পাবি না॥ ১৩০৪ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর।

খাসমহলে গোল্ লেগেছে।
মানে না আমলনামা, আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দিছে।
মহলের ছজন প্রজা, তারা কেউ নয়কো সোজা,
মানে না বলে রাজা,
বেড়ায় কেবল কথা বেচে,—
যে সব জমি ছিল ভাজা, তারা সব বলে হাজা,
বলিয়ে দেয় গো সাজা, গায়ের জোরে বেড়ায় নেচে॥ ১৩০৫ ঐ

অষ্টম অধ্যায়।

হরিনাম-সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং।

হরেনাম হরেনাম হরের্নামৈব কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথাঃ ॥

তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সব বিফলং;

কাল কলুষ নাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং।

দূর কর গর্ব্ব. হর সর্ব্ব কুভাব,—

উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—

কর যজ্ঞ যাগ,যজ্ঞ নহে যোগ্য যোগেশ্বরের নাম কেবলং;

ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,

স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নির্ম্মলং ॥ ১৩০৬

গোবিন্দ অধিকারী।

কাওয়ালী।

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই,

হরিনাম বিনা জীবের অন্ত গতি নাই।

হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,

হরিনামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই।

হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার,

হরিনাম বিনা জীবের অন্ত গতি নাই ॥ ১৩০৭

অজ্ঞাত।

"গুরু দয়াল হ'লে হবে কি আমিত ভক্তি হীন"—সুর।

ওনরে পাষাণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না॥
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলো নাগো (নামের অন্ত পেলো না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, ঐ নাম ক'রে সাধনা।
ঐ নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল, ঐ নাম ক'রে সাধনা॥
ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না॥
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না।
কুকথা কও বদন ভ'রে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল,
গুরু ভজন হইল না॥ ১৩০৮ অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি বলে ডাক্‌রে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাক্‌রে আমার মন, অন্তিমকালে জানবি
হরি নামের কত গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভব-কাণ্ডারী, নিজ গুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে,
তাদের মাস্তুল লাগবে না॥ ১৩০৯ ঐ

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হরিনাম সুধারসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার যতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্ক॥ ১৩১০

—— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ ভিখারী।
যে পদ বৈভব জানেন না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী॥
যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ,
আমায় দেওহে চরণ, অধমতারণ, বারিদবরণ বংশীধারী।
বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনায়ক, একমাত্র জীবের চরমদায়ক।
ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক, অনেকে দিয়েছ হরি।
কণ্ঠের মনে এই করিয়ে প্রত্যাশা, সেই জন্মেতে
ঘরে ফিরে ঘু'রে আসা,
এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা।
আমি আর যাওয়ার আশা কর্ত্তে নারি॥ ১৩১১

—— নীলকণ্ঠ অধিকারী।

(একবার) ডাক্‌রে বীণে তারে, সুমিলিত তারে,
ভবাবুধি দুস্তারে নিস্তারে যে জন।
অন্য রাগ ত্যজ, অনুরাগে মজ,
একবার মধুরস্বরে বাজ শ্রীমধুসূদন॥
ওরে সপ্তস্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম,
শ্রীরাগে শ্রীকান্তে ডাকরে অবিরাম,
(ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মক্ষধাম,
পূর্ণকাম হবে সত্বরে।
তুমি বিনে বীণে নাই অন্য বল, ত্যজে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল,
ভবে তরিবার সম্বল, আর কি আছে বল,
(ওরে) সার কেবল সেই শ্রীহরির চরণ।
(ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি সুতারে,
তুমি রক্ষা মোরে কররে এই বারে,
ধরিবে যখন করে, শমন কিঙ্করে,
উচ্চস্বরে হরি বলিবে তখন॥ ১৩১২

নীলকণ্ঠ অধিকারী।

বাউলে—ঝিঁঝিট, রূপক, লোভা, একতালা।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তা'রে কৃপা কর সেই
ভাবে হে।
তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে, ওহে গোপীকান্ত,
অভাব হওহে অভাবে।
হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে পেলে তব চরণ;
শিশুপাল রাবণ বৈরী ভাবে, পেলেহে পতিত পাবন,
মম দশার কি হ'বে।

হরি হে বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত, যা'র অনন্ত পা পায় অন্ত।
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাভি হতে।
ও পদপঙ্কজে, ভৃঙ্গ হ'য়ে রঙ্গে থাকরে, পান কর সুখে,
পরম সুখে, চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন)।
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন।
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হ'য়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে। ১৩১৩

অজ্ঞাত।

"জানি কার রূপসাগরে"—সুর।

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন, মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখ্‌লে জানি
কেমন হতো।
যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বল্‌ব কত ;
তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়ে, ধর্‌লে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত ;
তারে দেখ্‌লে অঙ্গ সঙ্গমাগে, নয়ন ঝরে অবিরত। ১৩১৪ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে।
হরি বল হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে, তা ব'লে কি নাম রহিবে
ভুলিয়ে,
যার নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে।
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম, হরি পূরাবে
মনস্কাম,
তবে যাবি মোক্ষধাম, তোকে লবে না ছোবে না শমনে।
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার, কোথায় রবে
তোমার পুত্র পরিবার ;
সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার,
হরির পদ কর সার, যদি যাবি ভব পার,
রাখ রতি মতি হরির চরণে।
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, হরিনাম সুধা পিয়াও
রে বদনে,
কলিতে, তরা'তে, হরিনাম ব্রহ্মচয়,
যে (জন) জানেরে নিশ্চয়, তার কি ভবে ভয়,
ভবে তরিতে পারবে কুক্ষনে॥ ১৩১৫ অজ্ঞাত।

হরি হরি বল ও রে আমার মন,
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।

ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ।
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না মজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে রে শমন।
যে পদে লক্ষীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন করে মন!
কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন।
আপন যে চিন্‌লি না তাঁরে, যে ভব হুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পালাবে শমন ॥ ১৩১৬

গোবিন্দ অধিকারী।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন্‌রে বীণে! কি শুন্‌বিনে মোরে শুনা বীণে,
ছেড়ে কু-বোল সদায় কেবল হরিবোল বিনে বল্‌বিনে।
যখন বন্ধন কর্‌বে তারে, তারে তারে ডাক্‌বি তাঁরে,
জান না ভব-দুস্তরে, কে তারে আর তাঁরে বিনে।
যতন ক'রে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে,
চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে।
যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁরে ভাব,
সূদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে ॥ ১৩১৭

মধুসূদন কিন্নর।

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত রূপে শচীমায়ের উদরে;
(সে যে) ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই প্রেম বিলায়
ঘরে ঘরে।
(শিব) ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, এই হরিনামের তরে;
(সে যে) আপনি হর, গঙ্গাধর, পঞ্চমুখে (হরির) নাম করে।
নারদ ঋষি, দিবানিশি, বীণাযন্ত্রে গান করে;
থেকে ব্রহ্মলোকে, চতুর্ম্মুখে, বিরিঞ্চি বাঞ্ছা করে।
(হরি) নামের গুণে, গহনবনে, শুষ্কতরু মুঞ্জরে;
হরিনাম সুধারস পান করিলে, ভাসবি সুখের সাগরে।
আমরা দুই ভাই অশেষ পাপী, বিখ্যাত এই সংসারে;
হরিনামের তরী ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে।
জগাই বলে আয়রে মাধাই, গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
আমি এই হরিনাম দিব তোরে, নাচাব কোলে ক'রে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এসে, মিশ্‌লো কলির অন্তরে;
কবিরাজ আন্‌লে অরি, বাঁধলে বড়ী, চৌষট্টি রস-নিগড়ে।
অনন্ত যাঁর না পায় অন্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান করে;
সেই হরিনাম বঞ্চিত হলে কে তোরে রক্ষা করে॥ ১৩১৮
অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়।
হরি সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়।

ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও খাব
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে তবু হরির নামটী দিব আয়।
ওরে মেরেছ কলসীর কান্দা (মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে তাই ব'লে কি প্রেম দিব না আয়।
ওরে আমরা হু'ভাই গৌর নিতাই
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হু'ভায়ে তরাব হু'ভাই আয়।
ওরে তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরির নামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয় রে মাধাই কাছে আয়
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরি নামের বাতাস লাগুক গায় আয়॥ ১৩১৯

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

হরি বল্‌ব আর চল্‌ব ব্রজের পথে রে।
তোমরা বল, ও ভাই বল রে॥
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা নামে,
(নামে কতই সুধা রে) ব্রহ্মাণ্ড যা'বে মেতে।
আজ হরিনামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের বিজয় নিশান ধরে রে,
যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।

সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, নামের কি মহিমা রে,
এল পাপী তরাইতে ॥ ১৩২০ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল রে ও মন, দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বলে হরি (ও মন);
হরি বল্‌বে কি আর দেহ গেলে ॥
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন);
বিম্ব ভাঙ্গলে মিশে যাবে জলে ॥
মনরে ভাই বন্ধু দারা সুত (ও মন);
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে ॥ ১৩২১ ঐ

কীর্ত্তন।

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
আমার নিতাই যদি মনে করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে পাষাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)
আমার নিতাই যা'রে দয়া করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে মহাপাতকী উদ্ধারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)।
১৩২২ ঐ

কীর্ত্তন।

মনের আনন্দে হরি গুণ গাও।
গাওরে আনন্দে হরি গুণ গাও।
একবার গাওরে আনন্দময় নাম,
এ নাম বদন ভরে গাও,
হরি নাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাওরে,
সদা সর্ব্বক্ষণে গাও, হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে,
হরিনাম যথাতথা গাও,
হরিনাম যথাতথা গাও।
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, গেয়ে জগৎ মাতাও,
নামে জগৎ মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে
(সংসারের দুর্গম পথে রে) আনন্দে চলে যাও ॥ ১৩২৩

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে, তোর সময় যায় বয়ে।
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে ॥

১৩২৪ ঐ

কীর্ত্তন।

জীবের থাক্‌তে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল ॥

ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল,তারা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকীর হ'ল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে
(চরণ পরশনে) মানব হল।
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল। ১৩২৫

অজ্ঞাত।

সঙ্কীর্ত্তন।

কোন্ ফুলের সৌরভ রে নিতাই,
এনে জগৎ মাতালি রে।
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে,
পাতার নাম তার হেম,
ও রে এক ডালে তার রসের কলি,
আর এক ডালে প্রেম রে।
গোঁসাই গোরাচাঁদে বলে রে,
ও সেই কৃষ্ণ প্রেমের নিগূঢ় কথা,
ও রে যার হৃদয়ে বস্তু নাই,
সে খুঁজলে পাবে কোথা রে। ১৩২৬

গোঁসাই গোরাচাঁদ।

কে রে হরিবোল বলে যায়।
তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়।
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি,
এ ধন ছিল কোন ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়।
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্ম্মুখে, কে আনিল নদীয়ায়॥ ১৩২৭

অজ্ঞাত।

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে,
নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সীগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
ও রে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাঁরে ভাবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাঁহারে,
ও রে নারদ মুনি মগ্ন হ'য়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে।

(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে)

রূপ-সনাতন দু'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি,

আনন্দেতে বেচাকিনি করে,

ও রে রাঙ্গ দস্তা ফেলে সোণা নিতেছে ওজন করে ॥ ১৩২৮

অজ্ঞাত।

হরি বলে আমার গৌর নাচে।

নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমগিরি মাঝে,

(ভাবে ভোর হ'য়ে আমার গৌর নাচে রে—

হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)

(অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর)

গোরার রাঙ্গা পায় সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে

(আমার গৌর নাচে)।

থেক রে বাপ নরহরি চাঁদ গৌরের কাছে—

গোরার রাধা-রসের গড়া তনু ধূলায় পড়ে আছে।

(নদের কঠিন মাটি রে) ॥ ১৩২৯ ঐ

হরি বল হরি বল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে রে।

ও রে সোণার নুপুর রাঙ্গা পায়।

ও রে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)

হেলে পড়ে নিতাইর গায়।

ও দেখ রে নুপুর পঞ্চম গায়।

ও রে মালি কান্দা নিতাইর গায়,

(দেখ রে) রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।

ও রে জগা বলে মাধাই ভাই,

এমন্ রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই)॥ ১৩৩০

—— অজ্ঞাত।

যা'দের হরি বলিতে নয়ন ঝরে,
(মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যা'রা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তা'রা এসেছে রে।
আগে মাধা, মাধা মেরেছিল,
পাছে তারা কেঁদেছে রে।
জগা বলে (ও রে) মাধা ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই রে,
মাধা বলে জগাই ভাই,
আজ হ'তে ডাকাতির আর কার্য্য নাই,
ইচ্ছা হয় তা'র সঙ্গে যাই রে॥ ১৩৩১ ঐ

——

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমায় ধর নিতাই।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে,
আমার ব্রজের কথা প'লো মনে।
দুখের কথা ক'ব কা'রে, কথা রায় রামানন্দ জানে।
আমার অষ্ট সখি ছিল সাথে।
নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে,
সে ধার শুধ্‌ব কিসে নিতাই রে॥ ১৩৩২ ঐ

——

মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস্ না-রে।
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে॥
রসন, রসনা, ও রে রসনা রে।
এ নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্মজ্ঞানে,
যোগী জপে যোগ সাধনে।
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথায় ও রে রসনা রে।
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চমুখে,
নারদ জপে বীণারবে।
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথা ও রে রসনা রে।
ঐ নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,
যম-ভয় আর র'বে না রে—(এমন মধুর নাম—)
এ নাম গোলোক গোপনে ছিল,—কে আনিল নদেপুরে।
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে॥ ১৩৩৩

অজ্ঞাত।

(মধুর) হরিনামের নাই তুলনা সদা হরি বল।
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ, আতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে।
ভবে অপার নামের মহিমা, সদা হরি বল।
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তা'রে যমদূতে ছুঁতে পেলে না, সদা হরি বল।
যদি বিষয়েতে সুখ হইত রে,
তবে লালাজি ফকির হইত না, সদা হরি বল॥ ১৩৩৪

অজ্ঞাত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই মাতঙ্গেরি প্রায়।
পদভরে ক্ষিতি টলে, চক্ষের জলে পাপীকে গলায়॥
(তাদের) দিগ্বিদিগ্ নাহি জ্ঞান, হরি বলতেই হয় অজ্ঞান,
ঐ ভাবে গলে টলে টলে, দুই জনেতে চলে যায়।
কাছে দেখে যে জনেরে, ঐ তাদের গলে ধরে,
অমূল্য রতন, নাম ধন, যেচে তাদের বিলায়।
অমর সুধা করে করে, চিরমৃত পাপীর দ্বারে,
কাঁদিয়ে ডেকে তা'দেরে, অঞ্চল পূরে নাম দেয়।
যে ধনেতে বসুমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী,
সে ধনের অভাবে এবে, দেখ ভারত মৃতপ্রায়॥
নিতাই গৌরের মত পাঠা'বে কি ধরাতলে। (পিতা গো)
(যা'রা) ছড়াইত ভবধামে নামের বীজ হরি বলে॥
কি নামের সুবোল বলে, টলে টলে যেত চলে,
ঘোর পাপীকে দেখ্‌লে পরে, কাঁদ্‌ত তাদের ধরে গলে,
কি মধুর বোল বল্‌তো তারা, (শুনে) পাপী কেঁদে হ'ত সারা,
প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তা'দের চরণতলে।
(আর কিছু নয় আর কিছু নয়,
সে প্রেমময়ের দেখ্‌বে বলে)॥ ১৩৩৫

কোন মহিলা।

একতালা।

চল চল ভাই, গৌর-প্রেম-তীর্থধামে যাই।
এমন আনন্দধাম আর কোথাও নাই রে॥

আনন্দ মনে, সঘনে বদনে, সকলে মিলে হরিগুণ গাই ;
হেরি আজ প্রাণভরে চৈতন্য গোসাঞী। (রে প্রাণের)
কে নিবি রে আয়, বলে গোরা রায়,
যাচে হরি-প্রেম শুন রে সবাই ;
গৌর-প্রেমতরঙ্গে ডুবে হৃদয় জুড়াই। (রে)
(গোরা) হাসে কাঁদে গায়, পাগলের প্রায়,
মুখে হরি-প্রেম স্বরে তাঁর সদাই ;
এস আজ গৌরভাবে নাচি আর গাই রে। (হরি বলে)
(গৌর-প্রেমরসে মিশে এক হ'য়ে যাই রে) ॥ ১৩০৬

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

হরিনাম-ব্রহ্ম জপ রে তর্‌বি যদি এ সংসারে।
এ বারে এ বারে আমার মন রে !
তর্‌বি যদি এ সংসারে।
মন রে হরি হরি বল বারে বার, যদি ভবে হ'বে পার,
হরিনাম নিয়ে ভবে দাও সাঁতার মন রে আমার ;
মন রে হরির নামে মোক্ষধামে, পাষণ্ড পলায় দূরে ॥
যখন শমন এসে বাঁধ্‌বে দশধার, তখন দেখ্‌বি চমৎকার,
বুকে বসে ক'সে মার্‌বে, পাপ মন রে আমার।
তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মর্‌বে আগুনে পুড়ে।
মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার, কেহ সঙ্গী নয় তোমার,
"আমার আমার" কেবল অহঙ্কার মন রে আমার ;
মন রে তুমি বা কার ? কেবা তোমার ?
আমার শব্দ দূর করে ॥ ১৩০৭ অজ্ঞাত।

বিভাস—কাওয়ালী।

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল,
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
হরি হরি হরি বলে পাবি রে তুই মোক্ষফল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনীলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল।
ভক্তি-রস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
হরি বল, হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অসুর দল।
অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহমন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।
নিশ্বাসে হরি, প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথরে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ কমল।
সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভজ, হরির চরণ-কমল॥ ১৩৩৮ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে।
(হয় না হয় লয়ে দেখ)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে ;
মা'র খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল কে আর আছে,
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলো নারে॥ ১৩৩৯
অজ্ঞাত।

বাউলে—কীর্ত্তন।

হরি বল বল্‌রে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতাইর ঘাটে।

ছেড়ে সব কুটীনাটী, সরণা আঁটী, পড় গিয়ে চরণ নিকটে,
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধ্‌বে ক'সে।
নিতাই দুই বাহু তুলে আচণ্ডালে ডাক্‌ছেরে সব পাপী জুটে,
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে,
আমরা দু'ভাই হ'লেম মুটে।
হ'লি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন না,
সোজা হ'য়ে যাওনা হেঁটে॥ ১৩৪০ অজ্ঞাত।

বাউলে—কীর্ত্তন।

আমার মন যদি পার হ'বি, তবে হরিনামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর॥
অন্য চিন্তা ত্যজ্য করে রে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর।
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরির নামে ত'রে গেল॥ ১৩৪১
ঐ

বাউলে—কীর্ত্তন।

হরি হরি ব'লে ভাসাওরে তরণী।
ভবের হাটে এই হ'ল ঝিকিকিনি॥
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি, ভবনদী দেও পাড়ি;
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে,তোমার পরকালের ভাবনা কি।
ছয়জন গুণ টেনে যায়, মন-মাঝি তার বৈটে বায়;
জয়-রাধার নামে বাদাম দিওরে, মাঝি শুকনায় ডোবে তরী॥
মন-মাঝি তোর পায়ে ধরি, কুপ-জলে ডুবা'ওনা তরী,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝি রে,
গঙ্গাজলে যেন ডো'বে তরী॥ ১৩৪২ ঐ

কীর্ত্তন।

"ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই"—সুর।

হরি বল্ বল্ জগাই মাধাই,
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বল্‌তে বাধা নাই॥
তোরা মন প্রাণ খু'লে, সুখে দুই বাহু তু'লে,
মুখে বল হরি বল বল, রবে না গোল তরবি অকূলে;
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাই।
শোন্‌রে হরিনামের গুণ, ঐ নাম স্বগুণে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিবে পাপাগুণ,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে, মহাসুখেকাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরিবল ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে,
করীর পদ চাপনে বাঁচ্‌ল প্রাণে, খেয়ে গরলে ভাই॥ ১৩৪৩

অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই।
আমায় ছেড়ে দেও।
ধৈরয ধরিতে মন স্থির নাহি বাঁধে (আমায় ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচা'তে আমায় কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি।

(এ রোগ নিদানে নাই, কোন বিধানে নাই)
(রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওঝা,
এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোঝা।
(এ ভার বইতে যে পারি না, বৃথা জীবন ভার আর)
তুষের অনলে আমার সদা হৃদি জ্বলে,
পতঙ্গ হইয়ে পড়ি, হরি প্রেমানলে,
(যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
(হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে) ॥ ১৩৪৪

—— অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম-অধিকারী,
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটা'ও না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি ;—
সার্ষ্টি সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কুলে, শ্রীরাস-মণ্ডলে, রহিবে রাস-বিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আসি, হ'য়ে সেবা-দাসী, চামর ব্যজন করি ॥

—— ১৩৪৫ নীলকণ্ঠ অধিকারী।

কীর্ত্তনের সুর।

হরিনাম সুধা সিন্ধুনীরে,
ভাসিয়ে দে দেহ-তরী, হরি বলেরে।
ও তায় যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবেরে।
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম তীর্থে মোক্ষকামরে।
ও ভাই সে জলধি, নিরবধি সুখময়রে।
ও তায় ব্রহ্মা আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবহুল্লোড় বলে ভাই চল সত্বরে।
ও তোর ভক্তি-কুম্ভ লয়ে চল সুধা আনিরে॥ ১৩৪৬

নবহুল্লোড়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না।
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, ঊর্দ্ধপদে ছিলে তখন;
ব'লে এলে কর্‌বে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধ্‌বে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমায় পাবে না॥

১৩৪৭ ফিকির চাঁদ।

[গৌরাঙ্গের উক্তি।]

কীর্ত্তন। "মনের মানুষ যেথানে"—সুর।

নবদ্বীপ যেতে হলো।
রাই রূপে অঙ্গ ঝাপিল॥
সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হলো।
আমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে হলো।

সুবল গৌরীদাস হয়ে অম্বিকাতে চল চল।
অভিরাম বস্‌লো এসে কৃষ্ণনগর খানাকুল॥
সুরধুনীর শান্তিপুরে, অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়িল।
দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলিকাল এলো।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল।
গোসাঞী রামলাল বলে রামচন্দ্রে ব্রজলীলা নাং ... না।

—— ১৩৪৮ রামলাল গোস্বামী।

বাম করে ধরিয়ে গিরি, ভাসা'লে গোকুলপুরী।
এখন কার্ ভাবেতে (হায়রে) ব্রজ ছেড়ে, ভাব লুকা'লে ন'দে পুরী।
প্রেম-ঋণের দায় ঠেকে গোরা, হরি হ'য়ে বল্‌ছে হরি।
(এমন) কি ধন কর্জ্জ করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-আধারী।
(কানাইরে) বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু, সেই ভাবে চিনিতে পারি।
সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কৌপিনধারী॥ ১৩৪৯

—— অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, একবার এস গৌরাঙ্গ।
প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেন হে।
ও এস হে আমার শচীর দুলাল,
ও এস হে আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে করে হে,
প্রিয় গদাধর কে সঙ্গে করে হে,

(আমি জ্বলে ম'লেম হে—বিষয় জ্বালার জ্বলে ম'লেম হে)
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে ॥ ১৩৫০ অজ্ঞাত।

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
[illegible]র নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
হরি বল ব'লে রে। (প্রেমে ঢলে ঢলে রে)
দুনয়নে বহে ধারা।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই।
যেচে প্রেম বিলায়। জেতেশ বিচার করে না ॥ ১৩৫১
ঐ

জাহ্নবীর তীরে হরি বলে কে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
নিতাই এসেছে আমার গৌর এসেছে,
নিতাই নইলে প্রেম বিলাইবে কে ? ১৩৫২ ঐ

কানু পরশ-মণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন।
বদনের ভূষণ আমার তার গুণ গান।
হস্তের ভূষণ আম[illegible] সে পদ সেবন।

ভূষণ কি আর বাকি আছে।
আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে ॥ * ১৩৫৩

অজ্ঞাত।

যেনে আয় মাধাইরে নগরে কে যায় হরি বোল ব'লে।
(আরে গুণের ভাই মাধাই রে)
কত খোড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কাণা যাচ্ছে পথ চিনে।
কত শুষ্ক তরু মঞ্জুরিল এই হরিনামের গুণে।
কত অন্ধ আতুর তরে গেল, এই হরি নামের গুণে।
আমি কখন শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায় ॥ ১৩৫৪

ঐ

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই।
নিতাই গৌরব করিয়ে বলে আমার গৌর ছোট ভাই ॥
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি যাচে।
নিতাই কাঙ্গাল বড় ভালবাসে,
নিতাইর কাঙ্গাল প্রতি বড় দয়া ॥ ১৩৫৫ ঐ

তাই তোমারে ডাকি, তোমায় ডাকলে গৌর বড় সুখে থাকি।
যুগে যুগে কল্লে লীলা, জলেতে ভাস্‌ল শীলা,
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমায় দিলে ফাকি ॥ ১৩৫৬

ঐ

* এই গানটী চৈতন্য স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন।

নাচে শ্রীবাসের অঙ্গিনায় গৌর রায়,
আজ আর আনন্দের সীমা নাই।
আনন্দে কে কার গায়ে পড়ে ॥
আনন্দে সবে ঢুলু ঢুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,
অন্ধ পঙ্গু নরে নৃত্য করে প্রেমানন্দে ॥ ১৩৫৭ অজ্ঞাত।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইরে প্রেম কি পায় সকলে।
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন কি অমনি মিলে ॥
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহুতুলে আয় চাঁদ ব'লে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় ভূতলে ॥ ১৩৫৮ ঐ

তারে মার্লি কেনে ওরে মাধাই, হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বলতেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে ॥
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায়—বল্‌তেছিল রে ॥
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বলতেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বল্‌তেছিল রে ॥
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয়—বল্‌তেছিল রে ॥
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।

যে নামে শুক হৃদয় সরস হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে জাত বিচার চলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)॥ ১৩৫৯ অজ্ঞাত।

ওরে বল্‌রে আমার মন (একবার) হরিবল।
এ নাম বল্‌বি মুখে যাবি সুখে বল্ হরিবল।
এ নামে সকল দুঃখ দূরে যায় বল্ হরিবল।
এমন মধুর নাম পাবি কোথা বল্ হরিবল।
আজ কাল বলে দিন গেল বল্ হরিবল।
দিনান্তে নিশান্তে একবার বল্ হরিবল।
বৃথা জন্ম চলে গেল বল্ হরিবল॥ ১৩৬০
ঐ

আরে ও ব্রজের বালক (হরিনাম) কোথায় ছিল
কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম তোদের মুখে শুন্‌তে ভাল বল্‌রে।
এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি বল্‌রে;
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরে বল্‌রে।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল বল্‌রে।
হরিনাম কোথায় ছিল কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না বলরে॥ ১৩৬১
ঐ

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে।
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি।
নিতাই আনিয়ে গোলোকের ধন জগৎ মাতালি।
আমারে ভাঁড়ায়ে ধন জগতে বিলালি।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই)॥ ১৩৬২ অজ্ঞাত।

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীকার হব নূপুর॥
আমি শ্রীচরণে রুণুঝুনু বাজিব গো। (গোপীর শ্রীচরণে)
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতই নিতই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো॥ ১৩৬৩ ঐ

ভব পারাবারে যেতে ভয় কি আছে রে।
(ঐ দেখ) সুধামাখা দয়াল নাম তরণী এসেছে (রে)
(সময় বয়ে গেলরে)
(ঐ দেখ) পতিত পাবন দয়াল হরি কাণ্ডারী সেজেছে (রে)
(ঐ দেখ) নাম-তরী লয়ে হরি সবে ডাকিছে (রে)
(কে যাবি আয় আয়রে ভবসিন্ধু পারে)॥ ১৩৬৪ ঐ

গৌর-প্রেম উথলিয়া যায়রে, কে নিবি প্রেম নিবি তোরা আয়।
উথলিল প্রেম-সিন্ধু হে, প্রেমে দশ দিগ্ ভাসায় রে।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু হে, প্রেমে নৈদে ভেসে যায় রে।
ঢেউ আনিয়ে পাড় ভাঙ্গিয়ে হে,
প্রেম লাগ্‌লো জীবের গায় হে॥ ১৩৬৫ ঐ

শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে।
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয় দরশনের সময় যায়,
নাচে হরিবোল হরিবোল বলে রে (নাচেরে আরে ও)
গৌর নিতাই নাচে হরি বোল বোল ব'লে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলেরে।
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, শ্রীরূপ, স্বরূপ, সোনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল বলেরে। ১৩৬৬ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন।

আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই।
নেচে আয় জাহ্নবীর তীরে দুটী ভাই।
মাধাই কান্দা ফেঁকে মাল্লি নিতাইর গায়,
মাধাই মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল রে
(ওরে ও জগাই মাধাই)
একবার হরিব'লে কোলে আয়।
মাধাই তোরা দু'ভাই, আমরা দু'ভাই রে,
(হরিনামের গুণে)
তোরা খালাস হবি ভবের দায়। ১৩৬৭ ঐ

নবম অধ্যায়।

খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মসঙ্গীত।

[খৃষ্টের জন্ম।]

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—খয়রা।

দেখে যা গো, ভবে অপূর্ব্ব এক ফুল ফুটেছে,
ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে।
দাউদের বৈৎলেহম পুরে,
সে ফুল ফুটেছে এক গোয়াল ঘরে গো!
মানব আকার ধরে, মোদের তরে, ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
ফুলে প্রেমের মধু পোরা ফুলের গঠন খানি। মনচোরা গো!
ও তার সৌরভেতে, স্বর্গদূতে আকাশ পথে গান ধরেছে।
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব'লে ফুলের নাম হলো এই ভূমণ্ডলে গো!
ও সেই ফুলের বলে, মানবকুলে নরকদাহ এড়াইয়ে গেছে।
এই দীন হীন বলে ফুলের তুলনা নাই এ ভূতলে গো!
ও তার রূপের ছটায়, জ্যোতিঃ প্রভায় ত্রিভুবন আলো করেছে।

১৩৩৮ অজ্ঞাত।

[খৃষ্টের দুঃখভোগ।]

মিশ্রমল্লার—তাল রূপত্রিতালী।

দেখ, কে ঐ লম্বিত ক্রুশোপরে! রুধির বহে শরীরে,
আহা কণ্টককিরীট শিরে, হেরে হৃদয় বিদরে।
জীব, যিনি বিশ্বের আধার, চরাচর যাঁর অধিকার,
তাঁরে বধিতেছে ক্ষুদ্র নর; দেখি তাঁর ব্যথা ভয়ঙ্কর,

লুকাইল বিভাকর, বসুমতী কাঁপে থর থর ;
ভাব একবার ভবে কি ব্যাপার এমন দেখ নাই,
দেখিবে না আর, কি হৈল হায়, কি হৈল রে।
কিন্তু কে আছে বিশ্ব সংসারে, সংহারিতে পারে তাঁরে,
তাঁহার স্বেচ্ছার প্রতিকূলে ; জীব, তিনি করিলে কটাক্ষ,
লক্ষ লক্ষ শত্রুপক্ষ, অনায়াসে যায় রসাতলে,
যীশু গুণাকর, করুণাসাগর, প্রভু প্রেমে দিতেছেন প্রাণ
পাপী পরিত্রাণ তরে॥ ১৩৬৯ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরী।

সবে বল "যীশু জয়," যত দিন দেহে প্রাণ রয়।
কাঁপায়ে মেদিনী, স্বরগ পাতাল, সুগভীর জয় নাদে,
স্থাবর জঙ্গম, ভূধর সাগর, একতানে সবে গাও "যীশু জয়"।
যাঁহার করুণা স্বরগ-কবাট, দুরন্ত কলুষহারী
ক্রুশ কাঠ যাঁর, মহিমা গরিমা ঘরে ঘরে গাও তাঁরে "যীশু জয়"।
মরণযাতনা, পরলোক ভয়, যে জন সদা সংহারে,
সবে মিলে তাঁরে, মাতি প্রেমানন্দে, প্রশংস ব'লে
"যীশু মৃত্যুঞ্জয়"।
কাঁপুক দেবল, শুনুক বিদল, দেখুক স্বরগদূত,
নরকযোগ্য মানবনিকর, গাহিছে পেয়ে ত্রাণ, "যীশু জয়"॥
১৩৭০ অজ্ঞাত।

সঙ্কীর্ত্তন।

জয় প্রভু যীশু, জয় প্রভু যীশু, জয় জয় সত্যসনাতন।
জগততারণ, করণকারণ, আইলে এ মর্ত্তভুবন।

অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন।
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা, শেষ নহিবে কখন।
ভকতপ্রাণ, ভকত জ্ঞান, ভকতের অমূল্য ধন।
পতিতপাবন, ভকতভূষণ, ধন্য ঈশ্বরনন্দন ॥ ১৩৭১ অজ্ঞাত।

জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

ডাকরে মন, যীশু বলে একবার।
তিনি বিনা আর, কে করিবে পার,
এই ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ ভবজলধি অপার ॥
ভয়ে শুকায়েছে মুখ, থর হরি কাঁপে বুক,
দুই চক্ষে বহে নীর অনিবার; তাই বলি মন, শুন রে বচন,
যীশুর শ্রীচরণ কর স্মরণ, তিনি ভবের কর্ণধার।
আর যত মাঝি দেখ, তারা ভণ্ড প্রবঞ্চক,
তাদের উপর মন, করো না নির্ভর;
পুণ্য, মান, ধন, চাহে সর্ব্বজন, কেবল প্রভু যীশু বিনিমূলে,
ভবপারে করেন পার।
যীশু কাঙ্গালের মাঝি, বিশ্বাসেতে হন রাজি,
তাঁর ক্রুশতরি অতি চমৎকার;
তোমার মতন, পাপী লক্ষ্য জন, (তারা) নিরভয়ে ভবার্ণবে
হ'য়ে গেছে রে উদ্ধার ॥ ১৩৭২ ঐ

[বিশ্রামবার।]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হেরি বিশ্রাম দিন, শুভদিন, প্রফুল্লিত মন,
মহানন্দে করি আজ খ্রীষ্ট সঙ্কীর্ত্তন।

এ দিনেতে দিনমণি, নিজ প্রভাবে আপনি,
মৃত্যু পরলোক জিনি, কৈলেন উত্থান।
অদ্য ওহে মম চিত, নিস্তারমণির গুণ চিন্ত,
অনিত্য বিষয় চিন্তা করি বিসর্জ্জন।
এস হে সচ্চিদানন্দ, ঘুচাও মম নিরানন্দ,
তব সেবায় পূর্ণানন্দ, যেন হয় মন।
ওহে বিশ্রামদিন স্বামি, ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
পাপ ভার লয়ে তুমি, কর শান্তিদান।
অদ্য ধর্ম্মাত্মার গুণে, বক্তা শ্রোতা সর্ব্ব জনে,
অক্ষয় পরমার্থ ধনে, কর সম্পূরণ॥ ১৩৭৩ অজ্ঞাত।

নট—চৌতাল।

যীশু গুণ গাও আজি, মন আনন্দ বদনে।
ত্যজি ধন কুল মান, অনিত্য তত্ত্ববিধান,
তাঁর নাম গুণ গান, মন, গাও আকিঞ্চনে।
কর তাঁর গুণ গান, যিনি তারণ নিদান,
নাহি যাঁর প্রেমপরিমাণ—যে তারে অনাথগণে,
নিজ প্রাণ বলিদানে, গাও মন, তাঁর গুণ,
আনন্দে ঊর্দ্ধনয়নে॥ ১৩৭৪ ঐ

বিভাস—আড়াঠেকা।

যীশুতে আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে নাক;
হইবে না পরিতাপ, শোক দুঃখ দুর্ব্বিপাক!

কেন সতত অস্থির, চিন্তামণি চিন্তা কর,
সব চিন্তা যাবে দূর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।
কেন অনর্থ বিষাদ, যীশুতে রাখ আহ্লাদ,
কাটিবে পাপের ফাঁদ, হৃষ্টচিত্তে খ্রীষ্টে ডাক।
কর সদা সাধুসঙ্গ, গাও সদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ,
এরূপে জীবন সাঙ্গ হ'লে পাবে স্বর্গ-সুখ॥ ১৩৭৫

অজ্ঞাত।

পাহাড়ী—একতালা।

যীশু পরম ধন তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
প্রভু ছাড়ি সে স্বর্গ সদন, আইলেন এ মর্ত্ত্যভুবন,
আহা, তোমারি কারণ; তিনি নরের জন্য নরদেহ
করিয়াছিলেন ধারণ।
আহা, তোমার পাপের কারণে,
গেৎশিমানী বাগানে, কত দুঃখ তাঁর প্রাণে;
ও মন, তোমার মহাপাপের জন্যে তিনি ক্রুশে হলেন সমর্পণ।
আবার, বিশ্বাস করে যে জন, পাইবে সে খ্রীষ্ট ধন,—
সে ধন অমূল্য রতন! সে ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন,
তার ক্ষয় নাহি হবে কখন॥ ১৩৭৬ ঐ

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

চির তব অনুগামী হব, ওহে প্রাণেশ্বর!
যথা রবে আমি সেথা হব তব অনুচর।
তোমা ছাড়ি কোথা যাব? কোথা হেন বন্ধু পাব!

তব সম কেবা আর তুষিবে দুঃখিতান্তর।
শুনিলে তোমার রব যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা! ওহে শোক ও দুঃখ-হর!
এ হেন বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে;
চিরদিন হও নাথ, অনাথের প্রাণেশ্বর ॥ ১৩৭৭

[পবিত্রতা।]

বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কবে এ হৃদয়, নাথ! একেবারে তোমার হবে,
তব ইচ্ছায় মন ইচ্ছা, সমভাবে মিলে যাবে?
অবাধ্যতা অবিশ্বাস, নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ-তৃষা দূরে যাবে।
ক্রুশরূপ সর্ব্বক্ষণ, করিব গো নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন, পাপ-মূর্ত্তি না দেখিবে।
শুনিবে তব বচন, নিরন্তর এ শ্রবণ,
তব পদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে ॥ ১৩৭৮ ঐ

দশম অধ্যায়।

বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত।

সঙ্কীর্ত্তন।

বল, ভাই হরি হরি, প্রেম করে ভাই হরি বল।
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে, প্রেমরসে নাম ঢল ঢল।
অনুরাগে বল্‌রে হরিনাম, প্রেমরসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার্‌ বাসনা যাবে দূরে, কর্‌বে না আর ছল।
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল।
হরিনাম কেন ভোল॥ ১৩৭৯

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

ললিত—আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত॥
পেয়েছ মনুষ্য কায়া, ত্যজরে বিষয়-মায়া,
ল'য়ে মিথ্যা সুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত॥
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেম-লহরী হৃদে অবিরত॥
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবে না আর ভয় ভাবনা,
পাবে না যম যাতনা, হরি গুণ গাও সতত॥ ১৩৮০

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)।

বাউল কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে ; তরাতে জীব ভব-শঙ্কটে ॥
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি, যত পাতকী
পার করতে এবার এনেছেন তরী ;
কর কাঙ্গালে পার, বলে যে একবার, অমনি দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করেন তারে পার ;
একবার হরি ব'লে (বাহু তুলে) ভবের কূলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে ॥ ১৩৮১

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

[কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতি।]

আলেয়া বিভাস—একতালা।

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা (ওগো)
নামের মহিমা গো কাশীধামের মহিমা ;
আমি ক্ষুধানলে মলেম জ্বলে, দেখ্‌লি না কি মা ॥
আমার ভবের ক্ষুধা মিটিয়ে দে মা চেতন-প্রতিমা।
দীনে দয়া ক'রে মুছিয়ে দে ঘোর মনের কালিমা ॥
ও শিব, ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠনীলিমা।
তাঁরে অষ্টসিদ্ধি ঝুলি ভ'রে দিবি কি দিলি মা ॥
আমি, কাঙ্গাল হ'লেও ঋদ্ধিসিদ্ধি চাই না গো উমা।
পরিব্রাজক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ দুটি মা ॥ ১৩৮২ ঐ

"জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে"—সুর।

স্বপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হা'র মেনেছে ॥

হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে, বিরাজিছে।
তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারে, মন আমার পাগল হইয়াছে॥
দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,
অপরূপ হেঁসে হেঁসে ডাকিতেছে।
যে তার ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনায় সে হারায়েছে।
সে মানুষ ধর্‌বে বলে, গেল সব বনে চ'লে,
তেতালায় পবন তু'লে ব'সে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
কলে বলে কে কোথায় তাঁয় পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার্ কাছে ধরা দিয়াছে॥

১৩৮৩ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

[কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতি।]

মরি মরি কি মাধুরী—সাধ মেটেনে তোরে হেরে।
(আশ পাশে) রূপের ডালা, সুরবালা, তারা যেন চাঁদে ঘেরে।
কমল ভেবে চরণ ঘিরে, মধুর আশে অলি ফিরে,
মন বিকাশে, সুখে রবো, থাক্‌বো রাঙ্গা চরণ ধরে।
প্রেমের ভরে হাস্‌লে পরে, বদন-চাঁদে সুধা ঝরে,
সাধ মিটাবো সুধা খেয়ে, ডাক্‌বো সদা মা মা ক'রে॥ ১৩৮৪

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

[ভজন।]

ঝিঁঝিট—একতালা।

জাগ মাতা জানকী। জগমগ জগমগ মন্দিরমে॥
দেওতান সব দুয়ারে ঠারে, চৌকী হনুমানকী।
লছমন্ ভাইয়া চাঁওর ডুলাওয়ে, সাজিয়া সীতারামকী॥
কাণনকী কুণ্ডলকী শোভা, কোটি উদয় ভনুকী॥
তুলসী দাস, তোঁয়ারী দরশনকো,
টুকরা নাম নামকী॥ ১৩৮৫ তুলসীদাস।

[বুদ্ধদেব সম্বন্ধে।]

দেশ মিশ্র—একতালা।

চল যাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান।
কে কোথায় আয়রে ত্বরা নিবি যদি নূতন প্রাণ।
ঘুচ্‌লো ভব ভয়! শুন ভাই জরা মরণ নাই।
নাইক ভ্রান্তি, হৃদে শান্তি বিরাজে সদাই।
এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই;
জয় জয় সবাই মিলে গাই।
দিয়েছে পরম রতন করুণা নিধান,
ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কাণে কাণ,
ঘুচ্‌লো ভব ভয়!! ১৩৮৬
গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

বেহাগ—যৎ।

আমার এ সাধের বীণে—যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥

তালে মানে বাঁধ্‌লে জুরি, তারে শতধার বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার ॥
সাধের বীণের মরম যে জানে, সেত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাঁথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টানে,
বীণে নীরব বকে তার ॥ ১৩৮৭

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাউলের সুর।

মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াই, পাই না তার অন্বেষণ (২)
মনের মানুষ বিনে রাত্র দিনে
(গো) আমার ঝরে দুনয়ন ॥
মনের মানুষ যদি পাব, হৃদ্‌কমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া গো তারে করাব ভোজন।
মনের মানুষ পা'বার লাগি,
শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানে গমন (গো)
(ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্চে গোপীগণ ॥
মনের মানুষ কোথায় পাব,
পেলে মনের কথা কব,
জুড়া'ব তাপিতজীবন।
আমার দেহ আত্মা, মন, প্রাণ গো তারে কর্‌বো সমর্পণ ॥

মনের মানুষ শচীর গোড়া, ন'দেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ।
(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, গুরুর পদে (গো)
যেন থাকে আমার মন॥ ১৩৮৮

গঙ্গাধর।

"মনের মানুষ খুজিয়া বেড়াই"—স্থর।

গুরু দয়াল হইলে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন (২)
গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কুপদার্থ,
হয়েছি পদার্থ বিহীন।
আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন।
ওগো আমি মন-ফুলে নয়ন জলে চরণ ভজ্‌লেম না একদিন
যদি ভজ্‌তেম গুরুপদে, তবে যেতেম নিরাপদে,
বিপদে হইতো শুভদিন (২)
(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন।
একদিনও রইলেম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে,
কুচিন্তায় গেল রাত্র দিন।
(ওগো) আমি বিষয়-জ্বালায় জ্ব'লে ম'লেম,
সোণার তনু হইল ক্ষীণ॥ ১৩৮৯ অজ্ঞাত।

চা'ল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়,
মানুষ উড়্‌তে গেলে মর্‌তে হয়।
যেমন তিলে তৈল দুগ্ধে ঘৃত, বপু তেমনি আলোময়।
(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিনে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায়॥

যে বুঝেছে সে মজেছে, সেতো কভু জেন্ত নয়,
আর মরার কর্ম্ম মরায় বুঝে
জীবে কি তার খবর পায়॥ ১৩৯০ নবকিশোর গুপ্ত।

বাউলের সুর।

(এ) জীবনের নাইরে আশা।
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা॥
দেহের গৌরব কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে,
ভাঙ্‌বে রে তোর সুখের বাসা॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে কর্‌বে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে, কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে,
চারি জনাতে কাঁধে ক'রে, নদীর কূলে দিবে বাসা।
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নারে, কেবল ভবে যাওয়া আসা॥ ১৩৯১
গোঁসাই সদানন্দ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।
যদুপতি ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি, ভূলোক, দ্যুলোক॥ ১৩৯২
৺প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথায় আনিলে আমায়, কো[illegible]ায় আনিলে।
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবা'লে।
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে।
চতুর্দ্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে॥ ১৩৯৩

—— রামরতন মুখোপাধ্যায়।

[চেতনা।]

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হ'রেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত॥
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
কর্‌ছে আমায় নটাপাটা, জ্ঞানহারা পাগলের মত॥
তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত॥
ভালবেসে হ'ল এ দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকি মত॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, কর নাথ সঞ্জীবিত॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত॥ ১৩৯৪

—— মুন্সী বেলাএৎ হোসেন।

[সাধু কে ?]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধু সাধু বলে করি প্রশংসা তাহারে।
আগম নিগম জানে যেই এ ভব সংসারে॥
পূর্ব্বাপর জন্ম বৃত্তান্ত, কহে যেই আদি অন্ত,
একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্য দি সে সাধুবরে॥
মন সাধে সুখ দুখে, দুয়ে যে সমান দেখে,
ভোগে কষ্ট নাহি তাকে, ভ্রুক্ষেপ নাহি করে॥
প্রাণকান্তে ভাল বাসে, নিজের অন্তর বাসে,
থাকে মহারঙ্গ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে॥
কালী কহে জানি জানি, রমণী পেলে গুণমণি,
সুখেতে কাটে যামিনী, মিলন হইলে পরে॥ ১৩৯৫

——— মুন্সী বেলাএৎ হোসেন।

[গঙ্গা-বন্দনা।]

পঞ্চম বাহার—ধামাল।

হর শির বিহারিণী, সুরধুনী, তরল তরঙ্গে,
গঙ্গে, সুরাসুর বন্দিনী।
অসীমা, তব মহিমা, মাত মন্দাকিনী,
বিষ্ণু পদে উদ্ভব তব, ওগো ভব ভাবিনী॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা রটে মুখে,
তরে পাপ তাপ শোকে, বসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে,
সগর রাজার বংশ, ধ্বংশ ব্রহ্ম সাপে জননী,
পরশি বারি, গেল তরি, কহে দীন খগমণি॥ ১৩৯৬

——— রূপচাঁদ পক্ষী।

গৌরী—একতালা।

পাগ্‌লী মেয়ে এলি মাগো পাগলেরে রেখে বাসে।
পাগল ভোলা জামাই আমার, শিখরেতে আছে ব'সে॥
আর তোরে ছেড়ে দিব না, আর তুই যেতে পাবি না,
দিব ছেড়ে দশমীতে, শঙ্কর যদি নিতে আসে॥ ১৩৯৭

রামচন্দ্র বসু।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নবমীর নিশি বুঝি যায়।
দুরন্ত দশমী রাতে, বাজে যে হৃদয়॥
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সুখে ছিনু নিশি দিনে,
ঘরে যাবে উমা আমার, কাঁদায়ে আমায়॥ ১৩৯৮

নগেন্দ্রনাথ সরকার।

ইমন—খেম্‌টা।

কোথায় গো মা কালী, ঘুচাও মনের কালী।
জঠরে যন্ত্রণা যে কালী, বলেছিলাম ভজ্‌ব কালী,
এখন তাতে দিয়ে কালী, বসে আছি মেখে কালী।
ভাবছি বসে মা ত্রিকালী, হলো আমার কিনা কালী,
যেতে হবে আজ কি কালী, চিরজীবি নহে কেহ চির কালী॥

১৩৯৯ নন্দলাল রায়।

ললিত খাড়া—খেম্‌টা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি॥
যত আছে চরাচর সকলি তোমার কর।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হয়, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী॥

আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি মিনতি স্তুতি।
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥ ১৪০০

তিনকড়ি বিশ্বাস।

মুলতান—আড়া।

তার দীনে নিজগুণে শ্রীমধুসূদন।
শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিত পাবন॥
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি।
গতি হীনে দেহি গতি, দুর্গতি হরণ।
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভব ভয় নিবারণ,
দারিদ্র দুঃখ ভঞ্জন, শমন দমন॥ ১৪০১

গিরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবাসুদেব।
পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ॥
যুগে যুগে জপতপ করে ব্রহ্মা,
দেবনারদ মুনি বশিষ্ট সেবকাদি,
কর সুঘর সুর গাওত ধ্যাওত অষ্ট জাম,
পর হেরাওত পরায়ণ॥
মাধব মুরারে বামন পদ্মনাভ চক্রপাণি,
মধুসূদন পরমানন্দন বনোয়ারি।
বংশীধারী পদপঙ্কজ গরুড়বাহন,
কেশব ভক্তবশ ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকো
তারায়ন॥ ১৪০২

তানসেন।

ভৈরব—চৌতাল।

(পিয়ারে) প্যারে তুহি ব্রহ্মা, তুহি বিষ্ণু, তুহি রুদ্র, তুহি শক্তি,
তুহি গণেশ, তুহি সোর (সুর), তুহি জল, তুহি থল,
তুহি পবন, তুহি আকাশ, তুহি অধুরা, তুহি পূরা॥
তুহি শৈল, তুহি আলবেল ; তুহি রোত, তুহি হাঁসত,
তুহি উঠত বৈঠত, চলত তুহি দুর॥
তানসেনকে প্রভু একহি, অনেক হোয়ত,
জগমে ব্যাপ রহে হুজুর॥ ১৪০৩

তানসেন।

"চিরদিন কারো কখন সমান না যায়"—সুর।

সব দিন নাহি বরোবর যাতি হো।
সুদিন কুদিন, বিপদ সম্পদ,
কভু স্থির নাহি রহতে হো॥
দেখ লঙ্কাপতি, দৈব হরল মতি,
ছলকে সীতা হরি, লইন হো।
কনক মুকুট পর বনচর বানর,
চরণ ঘাত কত কৈল হো॥ ১৪০৪ অজ্ঞাত।

ময়ূর মুকুট পীতাম্বর সোহে।
কেশর তিলক লাগায়ে হো॥
কাণমে কুণ্ডল গল বিচমালা,
কোটীতা ছবি ছায়ে হো॥ ১৪০৫ ঐ

পরজ—আড়া।

তারা এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা না জানি সাঁতার॥
একে দেহ জীর্ণতরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি কি করি ভব-জলধি অপার॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার।
একূল ওকূল হারা আমি, মাঝা মাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার॥ ১৪০৬

কালীদাস ভট্টাচার্য্য।

পরজ—আড়া।

ছ'জনা ডুবা'লে আমায়।
লুটিল সর্ব্বস্ব ধন মা, বাকি জন্যে প্রাণ যায়॥
ছ'জনা তসিল করে, আপনা আপনি সারে,
বাকি জন্য বাঁধে মোরে, তেঁই মা ডাকি তোমায়॥ ১৪০৭

ঐ

সিন্ধু—ঠেকা জলদ।

যেন মন ভুলে না।
আমার অন্তে যেন কালী কালী বলে রসনা।
মা ও চরণ করেছি সার, যা কর মা এই বার,
ভবনদী হইব পার, কি হইবে তার বল না।
মা এ দেহ সঁপেছি আমি, যা জান তা কর তুমি,
কালিদাস কালী বিনে অন্য কিছু জানেনা॥ ১৪০৮ ঐ

জংলা—একতালা।

শমন মিছে আশা কর।
পাশা পালাইতে কি আমায় পার॥
ছক্ রেখেছি বাধ্য ক'রে, সাধ্য নাই হারাইতে পার।
জয় দুর্গা ব'লে পাটি ফেলে, দান মেরেছি কচে বার॥
রোখ ক'রে রয়েছি ব'সে, দুর্গানাম লয়ে মূলাক্ষর,
কেমনে মরিবি হেরে, যাবে ফিরে,
জিনিবে বাজি নীলাম্বর॥ ১৪০৯

—— নীলাম্বর।

আড়ানা বাহার—ঠেকা।

কাল ভয়ে কি ভয় আছে আমার।
কাল নিবারিণী কালি হৃদয়ে জাগিছে॥
পদতলে চিরকাল, পড়ে যাব মহাকাল,
কি করিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাছে॥
শ্যামাপদে পঞ্চানন করে আত্ম সমর্পন,
সমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে॥ ১৪১০

—— পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাচে কেরে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদি পরে।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু অর্দ্ধ ইন্দু শোভে শিরে॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা যিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা রূপে আলো করে॥
অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া সম শ্রম জল তায়,
অমিয়া সম পিকভাসে গায়, অমিয়া রূপে সুধাক্ষয়॥

কেশরী যিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
কেশরী জিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে ॥ ১৪১১
গৌরমোহন রায়।

[বিরহের প্রতি।]

খেমটা।

"কত ভাল বাস থেকে আড়ালে"—স্থর।

নাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহরে, তুমি রহ হৃদ্‌মন্দিরে ॥
ওরে প্রাণ ফেটে বয় চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে
রইতে নারি,
(আয়রে) ;—তুই যার বিরহ তারে ডাকি,
তোরে রেখে হৃদি পরে ॥
ছিল, ভালবাসা যেজন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
(আয়রে) ; তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার
হিয়ার ব্যথা কইরে ॥
অনাথ কইরে প্রাণসখা, আমায়, ফেলে গেছে ঘরে একা,
(আয়রে) ;—আমার কাছে থাক্‌রে, অমন্‌ ক'রে,
তুই আর ফেলে যাস্‌নে মোরে ॥
কাঙ্গাল কয় তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদায় আমায়
অহরহ, দেখ্‌রে ;
যদি তুমি থাক, তবে আমি, একদিন নাগাল পাব তাঁরে ॥ ১৪১২
হরিনাথ মজুমদার।

রামকেলী ভৈরব—আড়াঠেকা।

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী হবে উড়ে যাবে॥
ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চশমা পড়ে রবে ;—
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুন্‌তে নাহি পাবে॥ ১৪১৩

অমৃতলাল বসু

যারে মন দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মনে জানে বল্‌ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে।
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,
হৈল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মজেছ কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে, সে দেশে যাওয়া হলো কৈ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন-তারি চরণ পাশে,
ও সে ধনের পাথার, দিয়ে সাঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে ;
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেও যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কাতরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে ;
ও তোর আপন দোষে সব হারালি,
আমার দেশে আলি কৈ॥ ১৪১৪

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

প্রেমের দাগ মাখা রাগ অন্তরে যার তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার কাছে কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ ॥
আছে কিনা আছে যেন এদেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন।
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছাড়া তার নয়ন কৈ ॥
ঘুচেছে তার লৌকিক আচার বিচার লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার সদায় আছে কাযে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগ,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী জাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে লোকের কাছে বলে কৈ ॥
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে,
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এখনো রাগের অনুগত হলি কৈ ॥ ১৪১৫

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ্ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধর্‌বে বলে, ঝাঁপ্ দিলে, থাই পেলে না মনে উঠেছে॥
কারে জানি বাস্‌তো ভাল, সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না কল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।

নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত,
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঘুরতে আছে ;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজ্জীবন তাবত্ আছে॥ ১৪১৬ কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে,
সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ,
সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই॥
আমার আঁখির বাসনা, ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে,
রসনার বাসনা সদা তা'রে চাকে,
শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই॥
অতি দূর কূল, আশা পারের পার,
সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ॥
অল্প সুখ যেমন অগ্নি জলচয়,
কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন কর্য়ে দাহন,
বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি,
এ বার ভবে এসে কেবল করে বয়ে গেলি,

সকলি করিলি, কাজে শূন্য হ'লি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই ॥ ১৪১৭

——

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

"জানি কায় রূপ সাগরে"—সুর।

খোঁজে তায় কোন স্বরূপে মনের মানুষ মিশে গেছে।
ও তায় পায় না দেখা, তাইতে একা,
দেখার লেগে কাঁদ্‌তে আছে ॥
সে মানুষ পাবার আশে, ভ্রমিছে দেশে দেশে,
শুদ্ধ রস প্রেমাবেশে রাগ নিয়াছে,
নাহি ভঙ্গ রাগে মাখা অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে।
সকলই রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছে প্রচার,
রাগেতে তার সনে তার মন মিশেছে;
যদি না মিশে মন, কেবা এমন,
কার লেগে করে কে কেঁদেছে।
যেন এ অঙ্গ নয় ওর, ভাব-তরঙ্গে বিভোর,
হেন ভাব-ভূষণে কায় কে গড়েছে;
ও তার মনে ব্যথা, কয় না কথা,
অন্তরে (প্রেম) কাঁটা ফুটেছে।
যায় যেন যায় কি না যায়, চায় যেন চায় কি না চায়,
হেঁটে যায় তাই যেন ধরায় পড়েছে;
কান্ত কয় যার লেগে মন, করে এমন,
তারে বিনে জীবন মিছে ॥ ১৪১৮ ঐ

——